একলব্য

(পৌরাণিক নাট্‌ক)

"জুপিটারে" অভিনীত—

প্রথম অভিনয়—বুধবার ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৩০

শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত প্রণীত

মূল্য ৸০ আনা।

প্রকাশক—
আশুতোষ সেনগুপ্ত
১নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীবিষ্ণুচরণ শেঠ বি, এ,
সেথ এণ্ড কোং—প্রিন্টিং হাউস।
৮২নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

পাত্রপাত্রীগণ



দ্রোণাচার্য্য			
দুর্য্যোধন			
অর্জ্জুন			
অশ্বত্থামা	...	...	দ্রোণাচার্য্যের পুত্র
হিরণ্যধনু	...	...	নিষাদ-রাজ
একলব্য	...	...	হিরণ্যধনুর পুত্র
হর্ষণ	...	...	হিরণ্যধনুর পুত্র
বিদ্যাবিপর্য্যয়	...	...	জনৈক কুরুপক্ষীয় ব্রাহ্মণ
ক্ষত্রিয় কুমারগণ	...	...	
ভাণুমতী	...	...	হিরণ্যধনুর স্ত্রী
চিত্রা	...	...	ঐ পালিতা ব্রাহ্মণ কন্যা
জয়া	...	...	নিষাদ বালিকা

অনুচর, কুরুসৈন্যগণ, জনৈক সাধু, ভিখারী, নিষাদ-যুবকগণ, নিষাদ বালিকাগণ, অবিদ্যাগণ, নাগরিকাগণ ইত্যাদি।



বিনীত নিবেদন।



অন্যান্য বহুকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় নিজে একলব্যের প্রুফ সংশোধন করিতে পারি নাই। তজ্জন্য ইহাতে অনেক ভুল রহিয়া গিয়াছে। সেজন্য পাঠক পাঠিকা ও অনুগ্রাহকগণের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করি। শুদ্ধিপত্র দিয়া পুস্তকখানিকে অনর্থক ভারাক্রান্ত করা সঙ্গত মনে করিলাম না। আশা করি পাঠক পাঠিকার পক্ষে ছাপার ভুল সংশোধন করিয়া পড়া দুরূহ হইবে না।

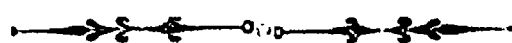
বিনীত গ্রন্থকার

একলব্য।

——:*:——

প্রথম অঙ্ক।

বনভূমি—নিষাদপল্লী—কাল অপরাহ্ণ



হর্ষণ জয়া ও অন্যান্য কিরাত যুবক যুবতীগণ।

গীত।

আজ উঠেছে হাসির বাতাস, খুসির কোলাহল—
কালকে পাব মনের মতন অচিন গাছের ফল।
ধিন্‌তা: ধিনা তাধিন্ ধিনা,
পরাণ দিয়ে পরাণ কেনা,—
বেঁধেছি গাটছড়া তাই জোড়ে জোড়ে সোহাগে ঢল্ ঢল্।
চলে আয় সোণামানিক! ধিন্‌কি ধিনিক্ রূপেতে ঝল্‌মল্॥

(প্রস্থান)

(গুন্ গুন্ করিতে করিতে কলসীকক্ষে চিত্রার প্রবেশ
বিপরীত দিক হইতে হিরণ্যধনুর প্রবেশ)

হির। হ্যাঁরে চিত্রা, একা কোথায় আছে দেখেছিস?

চিত্রা। দেখিনি, তবে সে কোথায় আছে আমি জানি।

হির। কোথায় রে? আমি তো তাকে কোথাও দেখতে পেলুম না।

চিত্রা। যেখানে বকুল তলায় ঘাসের পরে ছড়িয়ে আছে ফুলের রাশি,
যেখানে প্রজাপতি পাখ্‌না মেলে দখিণ হাওয়ায়
বেড়ায় ভাসি,
যেখানে 'বৌ কথা কও' কেঁদে মরে দোয়েল শ্যামা
বাজায় বাঁশী,
আকাশে ইন্দ্রধনু দেখার আশে চেয়ে আসে সে উদাসী।

হরি। সে কিরে! তুই যে কি বল্লি আমি তো কিছুই বুঝতে পালুম না।

চিত্রা। বুঝলে না বাবা! সে ঘাসের উপর আড় হয়ে শুয়ে আকাশ পানে চেয়ে স্বপ্ন দেখছে।

হরি। কোথায়? চল্ দেখি, দেখি।

(একটী ধামা লইয়া ভানুমতীর প্রবেশ)

ভানু। এই অবেলায় কোথায় চলেছ গা?

হরি। চলেছি ছেলেটাকে খুঁজতে। তোমার কি বল না! তুমি তার মা, অথচ সে যে সকাল থেকে কোথায় গেল, সারাটা দিন বাড়ী এল না, সে জন্য তোমার কিছুমাত্র ভাবনা চিন্তা নাই। তাই বলে আমি তো আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না।

ভানু। ভাবনার কারণ নেই, তাই ভাবিনি। আমি জানি সে যেখানেই থাক নিরাপদে আছে, তার সময় হলেই সে আসবে।

হরি। তাতো আসবে। কিন্তু চিত্রা কি বলছে শুনছ?

ভানু। কি বলেছিস চিত্রা?

চিত্রা। কৈ, না,—আমি কি বলেছি?

হির। চিত্রা বলছে, সে নাকি বনের ভিতর ঘাসের উপর আড় হয়ে পড়ে আকাশ পানে চেয়ে স্বপ্ন দেখছে। আর ওর কথায় বুঝলুম এটা তার পক্ষে কিছু নূতন নয়, এরকম প্রায়ই হয়; বেদের ছেলে—শীকার করবার ঝোঁক নাই, হাতের তাগ ঠিক করবার চেষ্টা নাই, দিনের বেলা জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা—এতো নিছক পাগলের লক্ষণ। তারপর কোন দিন এই রকম স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ সাপে খাবে কি বাঘে খাবে তাই বা কে জানে?

ভানু। ভুল তোমার। বেদের ছেলে সে বটে—কিন্তু জন্ম তার ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে। মনে করে দেখ—

হির। তাতো জানি। কিন্তু—

ভানু। জান যদি, তবে কেন ভুলে যাও যে ব্রাহ্মণ সে না হলেও ব্রাহ্মণের তপস্যায় তার কিছু অধিকার আছে। সে হরিণ মারা ছেড়ে দিয়ে নির্জ্জনে বসে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখবে, এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? আর হিংস্র জন্তুর ভয় কর্চ্ছ? সাধ্য কি তারা—তার কাছে ঘেঁসতে পারে? আমি তার মা—আমি যে অষ্টপ্রহর তাকে বুকদিয়ে ঘিরে রয়েছি। আমি বেঁচে থাকতে—যাক্ খামখা ভেবে মন খারাপ করো না। ঘরে যাও, সে আপনিই আসবে। যা চিত্রা,—হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকিস নে। তাড়াতাড়ি জল নিয়ে আয়, ঘরে এক ফোঁটা জল নেই।

(চিত্রা ও ভানুমতীর ভিন্ন দিকে প্রস্থান)

হিরু। যেমন মা তেমি ব্যাটা,—দুই-ই পাগল! যাই দেখি ছেলেটা কোথায় গেল।

(হর্ষণ ও জয়ার প্রবেশ)

গীত।

জয়া। তুমি বুঝি ভেবেছ মনে—প্রেমটা ভারি সস্তা ?
চাইলে পরেই যায় তা পাওয়া বস্তা বস্তা বস্তা ?
হর্ষণ। আমি জেনেছি মনে—তুমি চাও মনে মনে
—(নোলা ঝরে গোপনে)—
আমার মত কচি ছেলে, লঘুপাক ও খাস্তা।—
শুধু পাওনা খুঁজে রাস্তা।
জয়া। প্রেম নয় ডালা কুলো, হাঁড়ি কুড়ি, দেরকো কিম্বা লোটা,
হর্ষণ। প্রাণের গাছে ব্যথার সে ফল নাইক তাহার বোঁটা —
উভয়ে। ছিঁড়তে গেলেই কেলেঙ্কারী অশেষ দুরবস্থা।
সে যে হীরেমাণিক খাঁটী সোণা নয়কো পিতল দস্তা॥

হর্ষণ। দেখ্ জয়া।

জয়া। কিরে বেহায়া ?

হর্ষণ। দেখ্ আমি ঠিক করেছি আমি বৈরাগী হব। তুইও বোষ্টমী হ।

জয়া। কেন বৈরাগী হবি আগে শুনি ?

হর্ষণ। আমি বেশ দেখে নিয়েছি, সংসার না ছাড়লে প্রাণ খুলে প্রেম করা যায় না।

জয়া। কিসে বুঝলি ?

হর্ষণ। কেন আমার দাদা একলব্যকে দেখে। চিত্রাদি'তে আর তাতে গলায় গলায় ভাব। এমনভাব কখনো কারু হয় নি। তাই দেখ্‌না তারা দুজনের একজনও সংসারের ধার ধারে না,—সারাদিন শুধু জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে।

জয়া। হুঁ। তুই যদি তা করিস তাহলে আমি কি করব জানিস?

হর্ষণ। প্রেমের তাতে গলে জল হয়ে যাবি আর কি?

জায়া। উহুঁ।

হর্ষণ। তবে?

জয়া। পেত্নী হয়ে তোর ঘাড় মট্‌কাব।

হর্ষণ। না না তা করিস নি। তাতে বড় সুবিধে হবে না—তোরও না আমারও না।

জয়া। তবে তুইও বৈরাগী হোসনে। তার চেয়ে এক কাজ করি আয়।

হর্ষণ। কি বল্‌ দেখি?

জয়া। আয় ওদের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ে সত্যিকরে মিলন করে দিই নইলে চিত্রাদির চোখের জল আর দেখতে পারি না।

হর্ষণ। সে কিরে!

জয়া। তবে তুই কি জানিস? সে রোজ লুকিয়ে কাঁদে। আমি দেখেছি।

হর্ষণ। দেখ্‌ তবে বলি আমিও দাদাকে নিরিবিলি বসে খামখা চোখের জল ফেলতে দেখেছি।

জয়া। ওরে জানিস না তো—ওকেই বলে ভালবাসা। নইলে

তোর আমার কি ভালবাসা? এ যেন চকমকি আর লোহার ঠোকাঠুকি, —খালি ফিন্‌কি ছুটছে আর আগুণ বেরুচ্ছে।

হর্ষণ। তাইতো! ওরা দুজনে ভালবেসে শুধু কেঁদেই মরবে? না না তা কখনো হতে পারে না। এর একটা বিহিত কর্ত্তেই হবে। চল্ একটা মৎলব পাকাই গে।

জয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ভাল চল্—

গীত।

প্রেম ছিঁড়তে গেলে কেলেঙ্কারী অশেষ দুরবস্থা।
সে যে হীরে মানিক খাঁটী সোণা নয়কো পিতল দস্তা॥

(উভয়ের প্রস্থান)

(চিন্তিতভাবে একলব্যের প্রবেশ)

এক। কাল বীরাষ্টমী। সমস্ত দিন উৎসব, শীকার, নৃত্যগীত আমোদ প্রমোদ, তারপর সন্ধ্যায় যে যার মনের মতনটি বেছে নিয়ে বিবাহের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠবে? কত আশা ওদের মনে,—কত স্ফুর্ত্তি, কত উৎসাহ! আমি কেন ওদের সঙ্গে মিশতে পারি না, কেন এই সব কোলাহল হতে দূরে থাকতে চাই, কেন স্বপ্নের নেশায় বিভোর হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাই? আমি কি চাই? কেন চাই? কোথায় তার আরম্ভ? কোথায় তার শেষ? কে আমায় বলে দেবে?

(হর্ষণের পুনঃ প্রবেশ)

হর্ষণ। দাদা। দাদা!—

এক। কে? হর্ষণ! কি বলছিস্?

হর্ষণ। বলছি এই, কাল বীরাষ্টমী। তুমি অন্ততঃ এই দুটোদিন মুখভার করে থেকো না। অন্ততঃ এই দুটোদিন তুমি স্বপ্নের খোলসটা ছেড়ে ফেল।

ফক। পাগল!

হর্ষণ। পাগল বড় নই। চিত্রা দি'কে দেখে এলাম জল আনতে গিয়ে ঝর্ণার ধারে বসে কাঁদছে।

এক। সেকিরে! তুই সত্যি বলছিস?

হর্ষণ। সত্যি মিথ্যা তাকে জিজ্ঞাসা কর্লে জানতে পারবে। ওই আসছে। আমি পালাই।

(প্রস্থান)

(গাহিতে গাহিতে চিত্রার প্রবেশ)

গীত।

চিত্রা। আকাশের ওই রাঙ্গামেঘের জাল
টেনে নেযায় কোন অজানায়, হ'ল যে মোর কাল।

এক। একি! এ যে আমারই মনের কথা!

গীত

চিত্রা। আকাশের ওই রাঙ্গা মেঘের জাল
টেনে নেযায় কোন অজানায়, হ'ল যে মোর কাল!
আমার মনের ফুলকলি পাপড়ী খোলে আপন ভুলি,
বুলিয়ে যায় কে রঙ্গের তুলি নিতুই সাঁঝ সকাল!
সে যে পড়তে ঝরে চায়না ফিরে একিরে বেচাল!

এক। চিত্রা! চিত্রা!

চিত্রা। কি!

এক। (মুহূর্ত্তকাল তাহার চোখে চোখে চাহিয়া) তুমি, তুমি না কিছু না—

চিত্রা। বলবে না আমায়! বল না।

এক। চিত্রা, আজকের দিনে সবাই আনন্দে মেতে আছে। তোমার মুখে কেন মেঘের ছায়া? তোমার গান কেন বাদল ভরা?

চিত্রা। আগে তুমি বল, তুমি কেন সবাইকার সঙ্গে মিশে আনন্দ কর্চ্ছ না। কেন নিত্যিকার মত আজও একলাটী বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ? বছরে এই দুটো একটা দিনও কি তোমার স্বপ্ন দেখা বন্ধ রাখতে পার না?

এক। চিত্রা! চিত্রা! জানতো তুমি, আমি কি স্বপ্ন দেখি, কার স্বপ্ন দেখি। এই স্বপ্নটুকু হারিয়ে গেলে, আমার মনে হয় আমার জীবনটাই অন্ধকার হয়ে যাবে। তাই—

চিত্রা। এ জীবনটা কি তবে শুধু স্বপ্ন দেখে দেখেই কেটে যাবে? সত্যিকার ধরা ছোঁয়া কোনকালে হবে না?

এক। আমার যে ভয় করে,—মাকড়সার জালের চেয়েও মিহি এই স্বপ্নের জাল যদি ছুঁতে গেলে ছিঁড়ে যায়। কাছে যেতে ভয় করে, কি জানি যদি দূরের পাওয়া কাছে গেলে হাওয়ায় মিশে যায়?

চিত্রা। কিন্তু আমি যে আর পারি না। স্বপ্ন দেখে দেখে আমার

বুক পিপাসায় ভরে উঠেছে। আকাশ আমার মেঘে ছেয়ে আছে কিন্তু এক ফোঁটা জল নাই। প্রাণটা আমার কেঁদে মর্চ্ছে—"ফটিক জল! ফটিক জল! ফটিক জল!"

এক। তাতো জানতেম না। চিত্রা আমি ভারি বোকা তাই বুঝতে পারিনি! আমারও প্রাণটা এক এক সময় অম্নি কেঁদে ওঠে। আমি তাকে টুঁটিটিপে চুপ করিয়ে দিই। যাক, যা হবার হয়েছে। আর নয়। চল আমরাও ওদের সঙ্গে মিশে আনন্দ করিগে। তারপর কালকের উৎসব শেষে স্বপ্ন ছেড়ে সত্যের দেশে পা দেব। সত্যটাকেই আমরা স্বপ্নের মত মিষ্টি করে তুলব। নয় চিত্রা?

চিত্রা। যাবে? সত্যি বলছ? চল তবে, এখুনি।

এক। চল, আগে বাবা মার আশীর্ব্বাদ নিইগে—

(হিরণ্যধনুর প্রবেশ)

হির। কিসের আশীর্ব্বাদ রে একা?

এক। না এই বলছিলাম,—এই—চিত্রা আর আমি,—না—এই, আমি আর চিত্রা—তাই বলছিলাম—এই কালকের উৎসবের পর—

হির। বুঝেছি। কিন্তু তা হবার নয়।

এক। কেন বাবা?

চিত্রা। কেন হবার নয় বাপ?

হির। শুনতে চাস? শোন্। সেইতো শুনতেই হবে।—একা! চিত্রা আমাদের কেউ নয়। আমরা বেদে বড় ছোট জাত। আর চিত্রা হিল বামুনের মেয়ে।

এক। বামুনের মেয়ে!

চিত্রা। সে কি!

এক। তাহলে চিত্রা আমাদের ঘরে এল কেমন করে?

হির। আমি অনেকদিন আগে একবার দূর দেশে গিয়েছিলাম। সে অনেকদূর।—বারানসী যাবার পথ। সন্ধ্যার মুখে পথের ধারে একটা বড় গাছতলায় একদল তীর্থযাত্রী বিশ্রাম কর্চ্ছিল। আমি ত একপাশে একটু যায়গা করে নিলুম। শেষ রাত্রে তাদের মধ্যে একটী বিধবার বিসূচিকা হল, সকালে সে মারা গেল। তার সঙ্গে একবছরের একটী মেয়ে ছিল। মেয়েটী সারারাত্রি কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারা সব বিশ্বেশ্বর দর্শনে চলেছে,—সংসারের যত পাপ সেইখানে গিয়ে ক্ষয় করবে, তারা কি দেরী কর্ত্তে পারে? তারা আর এসব ছোটখাট ব্যাপারের জন্য মাথা ঘামালে না, সেই মরা মা আর জ্যান্ত মেয়েকে সেই পথের ধারে গাছতলায় ফেলে অনায়াসে চলে গেল। সেই মেয়ে,—এই চিত্রা। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলুম চিত্রা বামুনের মেয়ে।

চিত্রা। হতে পারি আমি বামুনের মেয়ে। নিজে কিন্তু আমি বামুন নই। আমিও তোমাদেরই মত বেদে। আমি বেদিনী মায়ের মাইদুধ খেয়ে বড় হয়েছি, বেদেবাপের এঁটো খেয়েছি, ছেলে বেলা থেকে বেদে বেদিনীই দেখেছি,—তাদেরই মত হয়েছি। জান তো বাবা, মানুষের ছোট ছেলে মেয়ে যদি বাঘের গর্ত্তে বাঘিনীর দুধ খেয়ে বড় হয়, তবে সেও বাঘই হয় মানুষ থাকে না।

হির। তা জানি মা। কিন্তু ভেবে দেখ দেখি ঘটনাচক্রে বাঘ হয়ে আমি তোকে তোর নিজের যায়গা থেকে কতখানি নীচে টেনে নামিয়েছি। তা যদি না কর্ত্তুম তবে আজ তুই কোথায় থাকতিস?

চিত্রা। থাকতুমইনা। থাকবার কোন দরকারও তো দেখছি না। যদি এমন করেই বেঁচে থাকতে হয়।

হির। শোন্ আমি তোকে তোর যায়গা থেকে যতখানি টেনে নাবিয়েছি তা দায়ে পড়ে,—অন্য কোন উপায় ছিল না বলে। তাতে যদি কিছু পাপ হয়ে থাকে তা আমারই হয়েছে। তুই না জেনে যা করেছিস তাতে তোর কোন পাপ হয়নি। যদিও বা হয়ে থাকে তা খুবই সামান্য—সামান্য প্রায়শ্চিত্তেই তার প্রতিবিধান হতে পারে। কিন্তু আমার জ্ঞানকৃত পাপ আর বাড়াব না। তোরা যা চাস তা যদি আমি আজ তোদের দিই তবে ত শোধরাবার আর কোন উপায় থাকবে না।

এক। কিন্তু বাবা, এখনো যে শোধরাবার উপায় আছে তা কি তুমি ঠিক জেনেছ? যদি জেনে থাক তবে এতদিন তা করনি কেন? এখনই বা কর্চ্ছ না কেন? ভেবে দেখ চিত্রা মিথ্যা বলে নি। সে এখন আর ব্রাহ্মণী নয়। সে বেদিনী।

হির। শোধরাবার উপায় আছে তা জেনেছি কিন্তু পথ পাইনি। আমার সোমত্ত মেয়েকে তো আর আমি পথে বারকরে দিতে পারি না। যেদিন তেমন কোন ব্রাহ্মণ-সন্তানকে খুঁজে পাব যে সব জেনেও একে নিতে চায়, যার হাতে একে অনায়াসে তুলে দিতে পারি, সেই দিন চিত্রা তার নিজের যায়গায় ফিরে যাবে। তা যতদিন না পাব ততদিন সে আমাদের ঘরেই থাকবে, কিন্তু তার বিয়ে হবে না।

এক। যদি তার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তেমন লোক খুঁজে না পাও?

হির। তবে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত চিত্রা কুমারী থাকবে। শোন

চিত্রা।—এতদিন তুই যা জানতে পারিস নি আজ তা জেনেছিস। আজ থেকে তুই আর আমাদের ছোঁয়া জলটুকু পর্য্যন্ত খাসনে। আমাদের ছুঁসনে,—আমাদের মাদুরে বসিস্‌নে, আমাদের ছায়া মারাস্ নে। আজকের রাতটুকু ওই গাছতলায় কাটিয়ে দে তারপর কাল সকালে আমি তোর জন্য আলাদা পাতার কুঁড়ে বেধে দেব। তোকে জেনেশুনে পাপ কর্ত্তে আমি দেব না।

চিত্রা। না, না বাবা তা হবে না। আজ আমি তোমার এঁটোই খাব। আমি বলেছিতো বাবা! আমি ব্রাহ্মণী নই, আমি জপ জানিনা, তপ জানিনা, তন্ত্র মন্ত্র আচার বিচার কিছু জানিনা। আমি জানি তীর ছুঁড়তে, বর্ষা বিঁধতে! বাঘের মুখে হাতপুরে দিয়ে তার জিভ টেনে ধর্ত্তে। কেন জান? আমি যে বেদের মেয়ে-বেদিনী। এই বেদের ছেলেই আমার বর। আমার বিয়ে তুমি না দাও নাই দেবে,—মনে মনে আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু তাই বলে আমাকে ঘর থেকে বার করে দিতে চাও কেন? বামুনের ছেলের সঙ্গে আমি যাব কেন? আমি যদি না যাই তবে তুমি আমায় কেমন করে তাড়াবে।

হির। চিত্রা। তুই তো ভারি মুস্কিলে ফেল্‌লি আমায়! কেন পাগলামী কচ্ছিস বল্‌তো? আমি যা বল্লুম, একবার ভেবেদেখ,—তারপর—

এক। আচ্ছা, কেন বাবা—

হির। চুপ কর। চিত্রা যা বলছে তার মানে বুঝতে পারি,—কিন্তু তুইযা বলছিস তা তো আমি বুঝতে পাচ্ছি না। তুই যদি সত্যি ওকে ভালবাসিস, তবে ওর ভাল না চেয়ে—ওকে কেন চাইছিস? যে

উচুঁ যায়গায় ও উঠতে পারে সেখানে ওকে তোলবার চেষ্টা না করে তোর নিজের কাছে তাকে টেনে নামাতে চাইছিস্ কেন ?

এক। ঠিক, ঠিক বলেছ বাবা,—আমার ভুল হয়েছিল।

চিত্রা। না, না, না, তোমার ভুল হয়নি,—কক্ষনো হয়নি। ভুলই যদি হয়ে থাকে তবে সেই ভুলকেই সারা জীবন আঁকড়ে ধরে থাক। তাকে শোধরাবার চেষ্টা করোনা, চিত্রার বুকে নিজের হাতে ছুরি বসিও না। বাবা, তুমি কাকে ঠেলে ওপরে তুলতে চাও ? এই রক্ত মাংসের চিত্রাকে ? ভুল তোমার,—সে যেখানে আছে সেইখানেই থাকবে তাকে একচুলও নড়াতে পারবে না। যখন এই রক্তমাংস ঝরে গিয়ে শুধু শুকনো পাঁজরা খানা পড়ে থাকবে তখন তাকে যত উঁচুতে ইচ্ছা তুলে রেখে দিও—কেউ বারণ করবে না। কিন্তু এখনো তার দেরী আছে জেনো। (প্রস্থান)

হির। হুঁ।

এক। আচ্ছা বাবা, চিত্রাতে আমাতে অনেক তফাৎ না ?

হির। অনেক তফাৎ। স্বর্গ আর নরকে যতখানি তফাৎ, বামুনে আর বেদেতে ঠিক তেমনি তফাৎ।

(বিদ্যাবিপর্য্যয়ের প্রবেশ)

বিদ্যা। যাক। কোনক্রমে তো ঠিকানায় এসে পৌঁছান গেল। কিছু এসে ভাল করেছি কি মন্দ করেছি তাতো ঠিক বুঝতে পার্চ্ছি না। পথে আসতে আসতে শুনলুম এরা নাকি বড় ভয়ানক লোক। এরা নাকি মানুষ খায়, আর এদের রাণী নাকি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের মুড়ো দিয়ে অম্বল খেতে খুব ভালবাসে। তদুপরি বনে বাঘের ভয়, ভুতের ভয়,

এবং মশার উপদ্রব। রাত কাটাবার জন্য একটা নিরাপদ স্থানও চাই। ভেবে আর কি করব, এসে যখন পড়েছি তখন যেন তেন প্রকারেন এদের আতিথ্যগ্রহণ কর্ত্তে হবে। তারপর হয় আমার মাথা যাবে নয়তো এদের কাছ থেকে ভোজন দক্ষিণা আদায় করব। অ্যাঁ এই যে দুটো লোক। আমায় দেখতে পেয়েছে নাকি!

এক। তাই তো বাবা, তাহলে উপায়?

হির। জানিনা। বুঝতে পার্চ্ছি না। উপায় হয় যদি কোন ব্রাহ্মণ সন্তানকে পাই, আর কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের কাছে বিধান নিতে পারি।

বিদ্যা। কি চাই? কি চাই? ব্রাহ্মণ সন্তান? পাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ? একাধারে উভয়ই আমি উপস্থিত।

হির। আপনি—

বিদ্যা। আমি শ্রীবিদ্যাবিপর্য্যয় শর্ম্মা, বাহ্যস্ফোট ঠাকুরের সন্তান, বিস্ফোটক আচার্য্যের শিষ্য সর্ব্বশাস্ত্রে অজ্ঞ, কুলে শীলে বিদ্যায় অবিদ্যায় নিদানে বিধানে টিকিতে তিলকে সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শী,—ঠিক তুমি যা চাইছ তাই। অতএব পূর্ব্বাহ্নে দক্ষিণাটী শ্রীচরণ সমীপে রক্ষা করে তোমার কি প্রয়োজন ব্যক্ত কর। আমি প্রাপ্তিমাত্রেন ভোক্তব্যং—সঙ্গে সঙ্গে উপায় করে দিচ্ছি।

হির। দেবতা প্রণাম হই। আপনি কে, কোথা থেকে এসেছেন।

বিদ্যা। তুমি তো বড় অর্ব্বাচীন হে। এইমাত্র বল্লুম আমি শ্রীবিদ্যা-বিপর্য্যয় শর্ম্মা, বাহ্যস্ফোট ঠাকুরের সন্তান—

এক। ঠাকুর, আমরা মূখ্খু বেদে। অমরা কি অত লম্বা লম্বা

কথা মনে রাখতে পারি? আর কোথা থেকে এসেছেন কেন, এসেছেন তাতো বলেন নি।

বিদ্যা। শনৈঃ পন্থা শনৈঃ পন্থা শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনম্—অর্থাৎ কথা বলতে হবে ধীরে, এক একটী করে। তুমি একেবারে সবটা উদরস্থ কর্ত্তে চাইলে চলবে কেন? আমার প্রয়োজনও বলব,—তবে তোমাদের কাছে নয়। আমি তোমাদের অধিপতিকে চাই, তার নিকট আমার কিছু ব্যক্তব্য আছে।

হির। আপনার যা বলবার আমাকে বলুন তা হলে আপনার কাজ হবে।

বিদ্যা। আরে দূর। তাও কি হয়! তুমি হলে একটা কেউ কেটা কিন্তুত কিমাকার। সে সব অতি গুরুতর ব্যাপার তোমাকে কি বলা চলে। তোমরা তা'কেই ডাক, তারি কাছে আমি সব বলব।

হরি। আজ্ঞে আমিই সে-যাকে আপনি খুজছেন।

বিদ্যা। অ্যাঁ বলে কি! আমি তা হলে এতক্ষণ কা'কে কি বলছিলাম? তা হলে তো দেখছি ঘাটান ভাল হয়নি। নাঃ ভড়কান হবে না। (প্রকাশ্যে) তোমরা তো দেখছি বড় ভয়ানক লোক। আমাকে দুঃখিনী অনাথিনী পেয়ে এতক্ষণ ঠকাবার চেষ্টায় ছিলে।

একা। আঁজ্ঞে আমরা তো আপনাকে ঠকাবার চেষ্টা করি নি। আপনি নিজেইতো থেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। এইমাত্র তো আপনি বল্‌লেন আমার বাবার সঙ্গে আপনার দরকার।

বিদ্যা। অ্যাঁ বল কি হে ছোকরা! তোমার বাবা! বাপ্‌।

একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব তার দোসর। একা তোমাকে এঁটে উঠতেই আমার ধনুষ্টঙ্কার হবার উপক্রম, তদুপরি আবার বাবা কিরে বাবা ?

হির। না, না, আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনার কি দরকার নির্ভয়ে বলুন।

বিদ্যা। তা বাপু চিন্তা একটু কর্ত্তে হয় বৈকি ;—কাঁচা মাথাটা হাতে ক'রে যখন তোমার বনে এসে ঢুকেছি। আর তা ছাড়া যা আমি তোমাকে বলব তাতে তুমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে আমায় আলিঙ্গন করবে না নিশ্চয়।

হির। আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনি যা বলতে চান নির্ভয়ে বলুন।

বিদ্যা। আচ্ছা আচ্ছা আগে তুমি বল দেখি তুমি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ খুঁজছিলে কেন ?

হির। আমি ব্রাহ্মণ খুঁজছিলেম একটা প্রায়শ্চিত্তের বিধান নেবার জন্য। সে এরপর আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলব। এখন আপনার প্রয়োজন বলুন।

বিদ্যা। প্রয়োজনটা এই, আমি এসেছি হস্তিনাধিপতি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি অনুসারে। আমাদের ব্রাহ্মণ পল্লীতে একেবারে নস্থানং তিলধারণং। তাই আমারা কিঞ্চিৎ ভূমির জন্য রাজার নিকট আবেদন করেছিলেম। তিনি আমাদের এইস্থানে ভূমি দিতে চেয়েছেন তাঁর ইচ্ছা এই মনোরম স্থানটীকে তিনি ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ করেন। তাই আমি স্থানটা প্রদর্শন কর্ত্তে এসেছি। আমি ফিরে গিয়ে তাঁকে অনুমতি

কল্লেই তিনি আদেশ প্রদান করবেন। আমি আপাততঃ আজ রাত্রির মত তোমার অতিথি, মাথা রাখবার জন্য একটু নিরাপদ স্থান চাই।

এক। সে কি! আমাদের কি তাহলে এখান থেকে উঠে যেতে হবে?

বিদ্যা। তা একরকম হবে বৈ কি। ব্রাহ্মণ পল্লীতে তোমরা বেদে হয়ে কি করে আর থাকবে বল?

হির। সে কি ঠাকুর, এখানে যে আমাদের বহুপুরুষের বাস। এখানকার আকাশ বাতাস গাছপালা ঝরণা সবই যে আমাদের অনেক কালের বান্ধব। আমাদের বাপ পিতামো'র হাড় এই মাটীতে মিশে আছে—এখানকার মাটীতে তাদের শেষ নিশ্বাসের পরশ লেগে আছে। এ বন ছেড়ে আমরা যাব কেন?

বিদ্যা। রাজার আদেশ হলে যেতেই হবে। আমরা হচ্ছি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আগে আমাদের সুবিধা দেখতে হবে, তারপর ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য তারপর তোমরা শূদ্র অর্থাৎ কিনা অন্তস্থ্য "য" এই হচ্ছে শাস্ত্রের বিধান।

এক। যদি আমরা না যাই—

বিদ্যা। না যাও তো রাজার সৈন্যরা এসে গুঁতোর চোটে তাড়াবে।—এঁ—না না, আমি ভুল বলেছি সসম্মানে। তোমাদের যদি আপত্তি থাকে তোমরা রাজার কাছে আবেদন কর্ত্তে পার। আর সেই কথা তোমাকে বলবার জন্যই তো আমার আশা।

হির। বুঝেছি। আসুন আপনি আমার সঙ্গে। আমি আপনার বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বিদ্যা। তা যাচ্ছি। দেখ বাপু, আমার কোন দোষ নাই; তোমার গৃহিনীকে বুঝিয়ে বলো যে অম্ল জিনিসটা খাওয়া মোটেই ভাল নয় বিশেষ এই পরিপক্ক আর্কফলাযুক্ত মস্তক দিয়ে।

হির। বলেছিতো আপনার কোন ভয় নাই।

এক। বাবা, আমরা এ বন ছেড়ে যাব না। কোনমতে যাব না। তাতে যা হবার হোক।

হির। পাগল! রাজার শক্তি তুই জানিসনা তাই একথা বলছিস। ক্ষত্রিয় রাজা তরোয়াল শিয়রে নিয়ে শোয়। তারা নানাবিধ অস্ত্রের ব্যবহার জানে, তাদের লোকবল অসীম। আমরা তাদের সঙ্গে লড়তে পারব কেন। রাজার হুকুম হলে যেতেই হবে। চলুন আপনি।

বিদ্যা। তা যাচ্ছি। তবে হ্যাঁ দেখ, সেই প্রায়শ্চিত্তের কথা কি বলছিলে? সেই দক্ষিণান্ত ব্যাপারটা?

হির। চলুন আপনাকে সব কথা বুঝিয়ে বলছি। আয় একা।—

(সকলের প্রস্থান)

(চিত্রার প্রবেশ)

চিত্রা। পুড়ে যাক-ছাই হয়ে যাক, গুঁড়ো হয়ে ধূলোয় মিশে যাক এই ব্রাহ্মণের অহঙ্কার। যাতে দু দুটো প্রাণের বাঁধন ছিঁড়ে দিয়ে মাঝখানে দেয়াল তুলে দিতে চায় তা যত বড়ই হোক তাকে আমি চাই পিশে দলে ভেঙ্গে চুরে সমান করে দিতে। হায়! এরা যেন পাথর—দয়া নেই মায়া নেই, দুঃখু দরদ বলে কিছু নেই,—বুঝি প্রাণও নেই—আছে শুধু আচার আর নিষ্ঠা! ভিতরে দগ্‌দগে ঘা তাতে ময়লার গাদি লেগে যাক, পুঁজ হোক-পোকা হোক, দুর্গন্ধে বাতাস বিষিয়ে উঠুক, কিছু দোষ

নাই, বাইরে তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে হলেই হল। কিনা আমি খুব বড়, তুমি অতি ছোট। কেন? আমিও যা তুমিও তা। তুমি নিজের ক্ষমতায় বড় হও ছোটকে নীচু থেকে টেনে তুলে বড়কর তাকে কোল দাও তবে আমি তোমাকে বড় বলে মানব। তা নইলে তুমি আমার কে? তোমায় আমি কেন চাইব? তুমি যে আমারই উপর ভর দিয়ে বড় হয়ে আমারই মাথায় পা তুলে দেবে, কেন আমি তা সহ্য করব?

(চোখ মুছিতে মুছিতে জয়ার প্রবেশ)

জয়া! চিত্রা দি' চিত্রাদি'—

চিত্রা। কে জয়া! কি বলছিস্?—ওকি তোর চোখে জল কেন? কি হয়েছে।

জয়া। বলছিলাম কি,—এই, না থাক বলবনা তুমি রাগ করবে।

চিত্রা। কথাটা কি তাই আগে বল,—রাগ করি না করি সে তো পরের কথা।

জয়া। না ভাই কাজ কি আমার খামখা তোমাকে রাগাবার? তোমরা একে বয়সে বড়, তায় গুরু নোক,—তোমাদের ভাল তোমরা বুঝবে। আমার তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকারই বা কি?

চিত্রা। তুই কি বলছিস?—আমাদের কি কথা?—আমাদের কথা আর তোদের কথা কি আলাদা হয়ে গেছে নাকি?

জয়া। না,—এই তোমাদের কথা,—কিনা,—এই—একা দার কথা—

চিত্রা। তার কথা কি?—শীগ্‌গির বল্‌—তুই কাঁদছিস কেন?

জয়া। না এই এমন কিছু না,—তাকে দেখে এলুম সে একলাটী

একটা ঝোপের আড়ালে বসে ভারি কাঁদছে। দুগাল বয়ে তার চোখের জল টপ্ টপ্ করে মাটীতে পড়ছে—আর থেকে থেকে দমকা হাওয়ার মত এক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ছে। কি আর বলব দিদি, আজকের দিনে তার চোখে জল—আমিও আর চোখের জল ধরে রাখতে পালুম না—তাই,—এই এই—

চিত্রা। বটে!—আচ্ছা চল্ তো দেখি গিয়ে।

(চিত্রার প্রস্থান)

জয়া। বাঃ! বাঃ! চুরি বিদ্যে আর মিথ্যা কথা এই দুটো তো চমৎকার জিনিস, যদি ঠিক চলে যায়। (সুরে) বাঘ মিথ্যেবাদী রাখালের ঘাড় ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেল।

(নেপথ্যে নিষাদ বালিকাগণের গীতধ্বনি)

ওকি! ওঃ কালকের কনেরা সব আজ রাত্রে মায়ের মন্দিরে পূজা দিতে চলেছে। যাই আমিও স্নানকরে ফুলফল নিয়ে মায়ের মন্দিরে চলে যাই। (প্রস্থান)

(পূজা সম্ভার লইয়া নিষাদ বালিকাগণের প্রবেশ)

নিষাদ বালিকাগণ। গীত।

চলে আয় বুক চিরে সব রক্ত দিবি মায়ের চরণ কমলে,
মায়ের বরে মিলবে ভাতার মনের মত ঝলমলে।
(দেখে) বরের মাথায় ফুলের টোপর গলায় ফুলের মালা,
ছাঁদনা তলায় চাঁদের মেলা হাতে বরণ ডালা,—
অনুরাগে রঙীন হবে গাল দুখানি টুলটুলে।
সোহাগে আসবে মুদে নয়ন দুটী ঢলু ঢলে॥

(গীতান্তে প্রস্থান)

(ক্রমে সন্ধ্যা হইল)

(হিরণ্যধনু ও বিদ্যা বিপর্য্যয়ের প্রবেশ)

হির। অত তাড়াতাড়ি নয় ব্রাহ্মণ। আপনি সময় নিন, চিন্তা করুণ, তারপর জবাব দেবেন। জানেন তো আমরা মুখ্‌খু বেদে সংসারের কিছু বুঝিনা, বুঝি শুধু কথার দাম। আমরা একবার যদি বলি হাঁ তবে তা কোনমতেই আর না হবার যো নাই,—তাতে প্রাণ থাকে কি যায়। আমরা লোকের কাছে চাইও সেই রকম পাকা জবাব। কাজেই বুঝতে পার্চ্ছেন,—আপনি যদি একবার জবাব দেন তবে আর কোন মতেই তা পাল্টাবার উপায় থাকবে না। যদি কখনো সেরকম আপনার ইচ্ছা হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে মনে করবেন, যে আমরা কেউটে সাপ নিয়ে খেলা করি, জাগন্ত বাঘিনীর বুক থেকে বাচ্ছা কেড়ে নিয়ে আসি, সিংহের কেশর ধরে তার পিঠের উপর চেপে বসি—

বিদ্যা। ব্যাস্, ব্যাস্, ব্যাস্, আর নয়। যে কথাগুলো বল্লে তাই আগে হজম কর্ত্তে দাও। বাপ ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে। কুটুম্ব হবে ভাল। দেবে থোবে প্রচুর কিন্তু একটু বেচাল হলেই আর দেখতে হবে না একেবারে সোজা "রামনাম সত্যহ্যায়"। (প্রকাশ্যে) তা দেখ, সেই যে তুমি কপোত ডিম্ববৎ কি একটা পদার্থ দেখাবে বলেছিলে—

হির। এই দেখুন। (মুষ্টি খুলিয়া দেখাইল) গজমুক্তা,—এক একটা পায়রার ডিমের মত। এই রকম এক হাজার, হাতির দাঁত এক একটা তিনহাত সাড়ে তিন হাত লম্বা আর তেম্নি মোটা তাও এক

হাজার, চন্দন কাঠ দশজন লোকে যত বয়ে নিয়ে যেতে পারে,—তাছাড়া তেজপাতা, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, মধু এসব জিনিষ যত চান তত পাবেন—যদি আপনার ছেলের সঙ্গে আমার চিত্রার বিয়ে দেন। কিন্তু কথা ওই, তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে জাতে তুলে নিতে হবে, আত্মীয় কুটুম্ব সব নিয়ে এইবনে এসে বাস কর্ত্তে হবে,—আর আমার চিত্রা হবে সকলের উপর রাণী তার হুকুমে সবাইকে চলতে হবে। সে যদি কাছে পীঠে কোথাও একটু যায়গা আমাদের দেয়, আমরা থাকব নইলে আমরা অনেক দূরে চলে যাব। কিন্তু দূরে গেলেও আমরা সব সময় চিত্রার খবর রাখব। যদি কখনো তাকে কষ্ট দেন আর তা যদি আমরা জানতে পারি তাহলে আবার মনে করবেন, আমরা কি—আর কি কর্ত্তে পারি।

বিদ্যা। রাম নাম সত্য হ্যায়—রাম নাম সত্য হ্যায়—রাম নাম সত্য হ্যায়। আপাততঃ ওই মুক্তো টা আমার হাতে দাও দেখি।—

হির। এই নিন।

বিদ্যা। আর নগদ কিছু দেবে না?

হির। নগদ? আমাদের তো টাকা পয়সা নেই।—তবে হ্যাঁ পাহাড়ের তলায় মাটী খুড়তে খুড়তে খানিকটা সোনা পাওয়া গিয়েছিল—বেশী নয় বিশ পঁচিস সের হবে আমাদের কোন কাজে লাগে না বলে ছাই গাদার ভেতর ফেলে রেখেছি। চান যদি তো দিয়ে দিতে পারি।

বিদ্যা। আহো? বেড়ে কুটুম্ব, চমৎকার কুটুম্ব—তবে গলদ যা কিছু এই রাম নামে।

হির। তাহলে আপনি ভাবুন—একদিন, দুদিন দশদিন—আপনি যত ইচ্ছা সময় নিন, তারপর আমাকে জবাব দিবেন। এখন চলুন, ঐ কুটীরে আপনার বিশ্রামের যায়গা দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যা। বেশ, চল।—রাম নাম সত্য হ্যায়, রাম নাম সত্য হ্যায়।

(উভয়ের প্রস্থান)

(হর্ষণ ও জয়ার প্রবেশ)

জয়া। শুনলি?

হর্ষণ। শুনলুম তো। এখন উপায়?

জয়া। উপায়! তুই ব্যাটাছেলে হয়ে আমাকে উপায় জিজ্ঞেস কর্চ্ছিস?

হর্ষণ। তা কর্চ্ছি। কেন জানিস! অন্য সব বিষয়ে ব্যাটাছেলের বুদ্ধি চলে বটে কিন্তু কাউকে ভোগা দেবার বেলা মেয়ে মানুষের বুদ্ধি খেলে ভাল।

জয়া। কিন্তু উপায় যে একটা চাই।

হর্ষণ। নইলে একা দা' আর চিত্রাদি, কেউ প্রাণে বাঁচবে না।

জয়া। আয় দেখি নিরিবিলি একটু ভেবে দেখি। দুজনার বুদ্ধি একসঙ্গে জুড়লেও কি একটা উপায় বেরুবে না?

হর্ষণ। আমিও তো তাই বলি, নিশ্চয় বেরুবে।

গীত

হর্ষণ। আমরা দুটী হীরেমানিক মিলেছি ভালো
জয়া। দিনকে রাত কর্ত্তে পারি সাদাকে কালো
হর্ষণ। আজ দেখাব এক হাত
জয়া। করব বাজীমাত কুপোকাৎ
উভয়ে। করব নাকাল চালবেচাল বেজায় ঝাঁঝালো

(উভয়ের প্রস্থান)

(বিদ্যাবিপর্য্যয়ের পুনঃ প্রবেশ)

বিদ্যা। নাঃ ঘরে টেকতে পালু´ম না,—গা ছম্‌ছম্ করে। মনে হল যেন চোখের সম্মুখে ছাঁচি কুমড়ার মত এক একটা গজ মুক্তা লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, বট গাছের মত এক একটা হাতীর দাঁত খোঁচা মার্ত্তে আসছে। সোনার তালগুলো যেন উনুনের ভিতর থেকে দাঁত বের করে হাসছে। বাপ্ এযেন সাপের ছুঁচো গেলা হয়েছে—ওগ্‌রাবার ও যো নেই ঠোঘরাবার ও যো নেই।

(প্রেত্নিনী বেশে জয়া ও কতিপয় বালিকার প্রবেশ-
তাহারা বিদ্যাবিপর্য্যয়ের চতুর্দ্দিকে
ঘিরিয়া দাঁড়াইল)

জয়া। শশুর মোশাই!

(বিদ্যাবিপর্য্যয় পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল অন্যান্য বালিকাগণ
চারিদিক হইতে বাধা দিল)

অন্যান্য বালিকাগণ। শশুর মোশাই!

বিদ্যা। রাম রাম রাম—রাম নাম সত্য হ্যায়। রাম নাম সত্য হ্যায়। এ সব কি বিকট ব্যাপার! এখুনি তো এই কচি ঘাড়টী মটাৎ হয়ে যাবে। এই কাঁচা মস্তকটী কড় মড় কড় কড়াই ভজায় পরিণত হবে! দোহাই বাপ শস্খেশ্বরী আমি অপোগণ্ড শিশু বৃদ্ধ ক্ষেমাঘেন্না করে আমায় রেহাই দাও বাবা। শশুর যখন বলেছ তখন কসুর মাপ কর।

অন্যান্য বালিকাগণ। তাঁইতো আপনাকে শশুর বলছি।

জয়া। আঁপনি ভয় পাঁচ্ছেন কেঁন! আমরা যে আপনার বৌমার সই! তাইতোঁ আপঁনাকে শশুর বলছি।

বিদ্যা। হবু বৌমা! বলকি তোমরা! তিনি তো কৈ তোমাদের মত নাকেশ্বরী নন।

জয়া। রাত্তির বেঁলা হঁন।

অন্যান্য বালিকাগণ। হু হঁন।

বিদ্যা। ও বাবা আচ্ছা রাত্রি বেলা তিনি আর কি করেন?

জয়া। আমাদেরই মত দূর দেশে উড়ে গিয়ে কচি ছেলে ধরে খান।

অন্যান্য বালিকাগণ। হুঁ খানই তো।

বিদ্যা। অ্যাঁ বলকি! আচ্ছা আর কি করেন?

জয়া। শেষ রাত্রে খুব উঁচু শালগাছের মগডালে শুয়ে নিদ্রা যান।

বিদ্যা। অ্যাঁ! যাব কোথায় রাম রাম, রাম রাম, রাম রাম! আচ্ছা তিনি এখন কোথায়?

জয়া। ঠিক জানি না। আপনার ছেলের নামে তার নোলায় জল ঝরছিল, বোধ হয় তাকে দেখতে গেছেন।

বিদ্যা। ওরে বাবা! ওরে বাবা! কে কোথায় আছিস রে—ছুটে আয় রে, ওরে আমার সর্ব্বনাশ হল,—আমার ছেলে গেল আমি গেলুম, আমার টিকি চটিজুতো নামাবলী সব গেল

(একটী সর্প গলায় বাঁধিয়া লইয়া হর্ষণের প্রবেশ)

হর্ষণ। কি হয়েছে? কি হয়েছে? (জয়া বালিকাগণের প্রস্থান)

বিদ্যা। দোহাই বাবা! আমায় রক্ষে কর বাবা—শ্রীরামচন্দ্র ঘাড়ে চেপেছিল (সর্প দেখিয়া) ওরে বাবা! গুরুতর ততোধিক। ওদের

কাছে যদি বা রাম নাম করে হাতে পায়ে ধরে রেহাই পাবার উপায় ছিল, ইনিতো বাবা খুড়ো মানবেন না। এখন যাই কোথায়।

হর্ষণ। আপনার কিছু ভয় নাই, এটাকে আমি কাল ধরে এনেছি। পোষ মানাবার জন্য সঙ্গে নিয়ে বেড়াচ্ছি।

বিদ্যা। তা বেশ করেছ বাপধন। এখন দয়া করে ওকে খোয়ারে রেখে এসো দেখি। দেহাই তোমার আমি তোমাদের মুক্তোও চাই না শুগু হতেও চাইনা আর প্রাণান্তেও আর গজদন্তের নাম করব না বাবা। খুব হয়েছে এখন ভালয় ভালয় এখান থেকে বেরুতে পাল্লে যে বাচি।

হর্ষণ। সেকি! তাহলে আমাদের চিত্রাদির কি হবে?

বিদ্যা। তিনি যখন শেষরাত্রে শালগাছের মগডালে শুয়ে নিদ্রা যান তখন তার জন্য ভাবনা নাই, যার ঘাড়ে ইচ্ছা চাপবেন। আমার ওই একরত্তি ছেলেকে নিয়ে আর তিনি কি করবেন—ওতো তার চাখেতেই ফুরিয়ে যাবে।—এখন তুমি ওই খোকাবাবাজীবনটীকে নিয়ে সরে পড় দেখি—ওকি কাছে আনছ কেন?—ওরে বাবা গা শোঁকে যে! ওরে এখুনি হালুম করবে।

হর্ষণ। আচ্ছা আমি যাচ্ছি (সর্পটী বিদ্যাবিপর্য্যয়ের দেহ শুঁকিল হর্ষণ তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল) (নেপথ্যে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন)

বিদ্যা। বাপ্ এধারে পেত্নী ওধারে বাঘ শিয়রে আছেন তক্ষক নাগ। ঘরে গিয়ে তো হুড়কো দিই তারপর যা হয় হবে।

(একলব্যের প্রবেশ) (প্রস্থান)

এক। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মণ,—একজন গুরু

আর একজন রাজা,—এরাই যেন পৃথিবীর সব—যত কিছু সুখ সুবিধা এরা ভোগ করবে, এদের হয়ে যদি কিছু উপ্‌চে পড়ে তবে তা অপরে পাবে নইলে পাবে না। এরা যেন ভগবানকে ঘুষ দিয়ে বশ করে রেখেছে, তাই এদের সব হুকুম সবাইকে মাথা নীচু করে মেনে নিতে হবে,—নইলে ইহলোকে কঠিন শাস্তি পরলোকে অনন্ত নরক। ব্রাহ্মণের দরকার, আর রাজার হুকুম কাজেই আমাদের ঘর বাড়ী ছেড়ে চৌদ্দপুরুষের বাস তুলে চলে যেতে হবে। ব্রাহ্মণের ঘর থেকে ডাক এসেছে—তাই আমার চিত্রাকে ছেড়ে দিতে হবে। কেননা তারা বামুন আর আমরা বেদে, তারা মানুষ আর আমরা শ্যালকুকুর। তারা স্বর্গ আর আমরা নরক। চিত্রাকে স্বর্গে তুলে দিতে হবে—আর আমি নরকে পড়ে থাকব। চিত্রা,—আমার চিত্রা,—আমার কলেজার আধখানি—উঃ! বিধাতা এই কি তোমার বিচার?

(চিত্রার প্রবেশ)

চিত্রা। না এ বিধাতার বিচার নয়। এ মানুষের রচা ধোঁকার টাট-এসো আমরা এতে আগুণ ধরিয়ে দিই।

এক। না না, চিত্রা তা হয় না। বাবার হুকুম,—তোমার স্বর্গে তোমাকে তুলে দিতে হবে,—এ আমাদের দায়। চিত্রা আমি তোমাকে এখানে আসতে বলেছি কেন জান? তোমার কাছে বিদায় নেবার জন্য। আর আমি এখানে থাকব না,—একটুও না। আজ রাত্রিতেই যে দিকে দুচোখ যায় চলে যাব। এখানকার মাটীতে তোমার পায়ের দাগ, বাতাসে তোমার গায়ের গন্ধ কোকিলের কণ্ঠে তোমার গান, হরিণের চোখে তোমার দৃষ্টি। এ সব আর আমি সইতে পারব না।

চিত্রা। তুমি বিদায় নিতে চাও নাও—কিন্তু আমি তোমায় বিদায় দেব না। চিত্রা তোমারই, তুমি তাকে চাও কিম্বা না চাও। সে তোমার সঙ্গে নরকেই পড়ে থাকবে। স্বর্গে কখনো যাবে না। তোমাকে ছেড়ে ব্রাহ্মণ তো দূরের কথা, দেবরাজেরও সঙ্গিনী হবে না।

গীত

এক। আমি আপনা হারায়ে পেয়েছিনু গো তোমারে
চিত্রা। আমি আপনা বিলায়ে হারায়ে ফেলেছি আমারে
এক। আমি স্বপনে তোমারে দেখেছিনু গো ফুল বনে
ফুটিতে সেফালী মালতী বকুল সনে
চিত্রা। আমি সে এক ফাগুন রাতে গেঁথেছি অপন হাতে
মনের মালাটী তোমার লাগিয়া কেমনে ছিঁড়িব তারে,
উভয়ে। মরমের কাঁটা মরমে রাখিব কহিব না কারে॥

(ভানুমতী নেপথ্যে) চিত্রা! একা! কোথায় গেল এরা? (প্রবেশ) এই যে তোরা এখানে!

এক। মা! মা! (কাঁদিয়া ফেলিল)

চিত্রা। মা! মা! আমার কি হবে?

ভানু। একা! চিত্রা কাঁদছে। জিজ্ঞাসা কচ্ছে তার কি হবে? উত্তর দে। ওকি! তুইও মেয়ে ছেলের মত কাঁদছিস? তুই আমার পেটে জন্মেছিস বলে যে আমি অহঙ্কার করি ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ তোর জন্ম বলে যে আমি মনে মনে তোকে আকাশে তুলে বসে আছি। সেকি সব মিছে!

এক। তোমার মুখেও সেই ব্রাহ্মণের কথা! ব্রাহ্মণ কি ঈশ্বর?

ভানু। না ব্রাহ্মণ ঈশ্বর নয় তবে তার খুব কাছে, যদি তার তপস্যা থাকে সাধনা থাকে যদি সে সত্যি ব্রাহ্মণ হয়। এ আমার শোনা কথা নয়,—আমি দেখেছি। তেমন ব্রাহ্মণ বেদের ছায়া মাড়ালে নাইতে ছোটে না, তাকে কোল দেয়। জানিস তো কেউটে সাপও সাপ আর ঢোড়া ঢেমনাও সাপ। যে ব্রাহ্মণের তপস্যা নেই, সাধনা নেই ধনের জন্য নিজেকে বিক্রী কর্ত্তে পারে সেও তেমনি। সে ব্রাহ্মণের কথা আমি বলিনি।

চিত্রা। কিন্তু মা আমি বামুনের মেয়ে হলেও আমার তো তপস্যা-নেই সাধনাও নেই তবে কিসে আমি তোমার ছেলের চেয়ে উঁচু?

ভানু। আজ উঁচু নোস। কিন্তু আমার ছেলে যদি তাই হয় যা আমি তাকে দেখতে চাই; তবে সে ঠিক তোকে উঁচুতে তুলে তোর যায়গায় পৌছে দেবে।

একা। তাই হবে মা তাই হবে। তোমার আশীর্ব্বাদে যদি তাই আমি হতে পারি-জানিনা সে কি। যদি পারি—তারপর আর আমি চিত্রাকে নাগাল পাব না তার জন্য দুঃখও করব না। শুধু উঁচু দিকে চেয়ে দেখব।

ভানু। কেন নাগাল পাবি না রে?

এক। কেমন করে পাব! আমি যে বেদে।

ভানু। কেমন করে পাবি? পাবি তপস্যায় পাবি সাধনায়। ব্রাহ্মণ আকাশ থেকে পড়েনি কত যুগের চেষ্টায় তাকে ব্রাহ্মণ হতে হয়েছে।

এক। মা! মা। তুমি কি বলছ! তপস্যায়, সাধনায় কি বেদে বামুন হতে পারে?

ভানু। তার চেয়েও উঁচুতে উঠতে পারে, ঈশ্বর কে ছুঁতে পারে।

এক। মা মা। তবে আমি তাই হব যা তুমি আমাকে দেখতে চাও। আমি ক্ষত্রিয়ের দর্প চূর্ণ করব। ব্রাহ্মণের চেয়ে উঁচুতে উঠব।

ভানু। পারবি?

এক। তুমি আশীর্ব্বাদ কর।

ভানু। আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি—আমি তোর মা, আমি তোকে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি—তোর কথা সত্য হবে, তুই অমর হবি ; দেবতা, মানুষ, গন্ধর্ব্ব পিশাচ যে যেখানে আছে সবই তোর পানে অবাক হয়ে চেয়ে থাকবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—

দ্রোণাচার্য্যের গৃহ সম্মুখস্থ পথ।

(নারীগণ জল আনিতে যাইতেছে)—

নারীগণ। গীত

সহেলিয়ো গগরি ভরণে চলো যমুনা।—
ছল ছল চঞ্চল উছল বহত বারি
মানত কাহা সখী মানা?
শ্যামল বারি, শ্যামল শাড়ী, শ্যামতমাল তরু দোলেরে।
শ্যামল সুন্দর বংশী বাজাওত, যুবতী জন মন ভোলেরে—
বড়াহি চাতুর পিয়া, হুসিয়ার হুসিয়ার তুহু সখী চঞ্চল গমনা॥
মিঠা ঝুটা কপটা প্যারে ক্যায়সে পুরব সখী কামনা॥

(সকলের প্রস্থান)

বিদ্যা। বাপ্ তালের মতন বৃহৎ এক একটী গজমুক্তা দুম্ দাম্ করে পৃষ্ঠে পতিত হচ্ছেন আর ছুচালো শালের খুটীর মত এক একটী গজদন্ত থেকে থেকে খোঁচা মাচ্ছে'ন। তার সঙ্গে ছাই গাদায় সোনার তাল আছেন, বনে বাঘ আছেন আর গাছের ডালে পেত্নী আছেন। কি চমৎকার অবস্থা। আর কিয়ৎক্ষণ সেখানে থাকলেই হয়েছিল আর কি!

যাক্ রাজধানীতে যখন এসে পড়েছি আর চিন্তা নাই। এইবার একটা মৎলব পাকাতে হচ্ছে যাতে করে ঐ সব বহুমূল্য পদার্থগুলোও হস্তগত হয় অথচ কোন ঝক্কিও না পোহাতে হয়। বুড়ো বেদেপালের গোদাকে তো সঙ্গে নিয়ে এসেছি। সে রাজসভায় আবেদন করেছে—রেহাই পাবার জন্য। আমি এদিকে তাকে বুঝিয়ে দিই যে আমার অনুরোধে রাজা অবশ্যই তাকে রেহাই দিবেন। সে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যাক। এদিকে ব্রাহ্মণরা ক্ষেপে উঠুক সেইখানে ভূমি পাবার জন্য, কাজেই রাজা অপারগ হোন তার প্রার্থনা পূর্ণ কর্ত্তে। সে না জানতে পেরে নিশ্চিন্ত থাকবে আর এদিক থেকে হটাৎ একদিন সৈন্যসামন্ত গিয়ে উপস্থিত হবে তাদের উচ্ছেদ কর্ত্তে। সেই সুযোগে আমার কার্য্যোদ্ধার হবে। মন্দ কি? এই মৎলবই ভাল। কিন্তু তার আগে ছেলেটাকে একটা রক্ষা কবচ বেঁধে দিতে হবে কি জানি বাবা, ভূত পেত্নী ঘটিত ব্যাপার—বলা তো যায় না। যদি ছেলেটাকে পছন্দই করে ফেলে!

(হিরণ্যধনুর প্রবেশ)

হির। এই যে আপনি এখানে! আপনি আমাকে পরিত্যাগ করে চলে এলেন কেন?

বিদ্যা। পরিত্যাগ! সে কি হে! আমি তো তোমায় রাজসভায় দেউরীতে পোঁছে দিয়ে পথে এসে তোমার জন্য অপেক্ষা কচ্ছি। এর মধ্যে পরিত্যাগ আবার দেখলে কোনখানটায়?

হির। ওঃ! তা হলে আমার ভুল হয়েছে।

বিদ্যা। নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে। তা সেকথা যাক, রাজা তোমার আবেদনের উত্তরে কি আদেশ দিলেন।

হরি। বিবেচনা করে এবং অনুসন্ধান করে পরে আদেশ দেবেন বল্লেন। তাতে দু চারদিন সময় লাগবে।

বিদ্যা। আরে আদেশ যা দেবেন তাতো আমার হাত। সে সব ব্যবস্থা আমি ঠিক করে নেব'খন। কথাটা কি জান। রাজারাজড়ার দুচার দিন ও দুচার মাস ও হতে পারে। তুমিই বা কতদিন উত্তরের আশায় বাড়ী ঘর ছেড়ে এখানে পড়ে থাকবে! তার চেয়ে তুমি ফিরে যাও, যা করবার আমিই সব করে নেব। (ইতস্ততঃ চাহিয়া মৃদুস্বরে) বিশেষ তুমি যখন আমার বেয়াই হতে যাচ্ছ। কি বল?

হরি। তা হলে আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত?

বিদ্যা। নিশ্চয়ই সম্মত নইলে কি শুধুই গজদন্তের খোঁচা খেয়ে ম'লাম না খামকাই তোমার জন্য এতটা কষ্ট স্বীকার কর্ত্তে চাচ্ছি।

হরি। গজদন্তের খোঁচা!

বিদ্যা। আরে ভাই সে সব কথা ছাড়ান দাও। সে তুমি বুঝবে না। তা হলে—হ্যাঁ এখন তুমি কি করবে?

হরি। আপনার উপর এ বিষয়ের সমস্ত ভার দিয়ে আমি বাড়ী ফিরে যাব।

বিদ্যা। বেশ! বেশ! কথাটা কি জান নেহাৎ তোমাকে বামুন বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তোলা চলবে না তা নইলে তোমাকে অন্তত এ বেলাটা পেসাদ না পাইয়ে ছাড়তুম না। এঁ-এঁ-তবে হ্যাঁ—বামুন বাড়ীর পেসাদ—আলোচাল, ঘি, সৈন্ধব আর কাঁচকলা সেদ্দ তোমার

মোটেই মুখরোচক হত না তবে কিনা—হেঁ হেঁ—তুমি তো সবই বুঝতে পার্চ্ছ—হেঁ হেঁ হেঁ।

হির। সে জন্য আপনাকে বিব্রত হতে হবে না। আপনি আসুন—প্রণাম হই।

বিদ্যা। জয়োস্তু। (স্বগত) শিগ্‌গির নিপাত যাও। কল্যান হোক—(স্বগত) তোমার বিসূচিকা হোক। (প্রকাশ্যে) আমি তা হলে আসি। হেঁ হেঁ হেঁ—

হির। আসুন।

বিদ্যা। বাপধন ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি। বামুনের ছেলের সঙ্গে বেদের মেয়ের বিয়ে যে কত বড় মজা—তা তোমার হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে না দিই তো আমি বামুনের ছেলেই নয়। কল্যাণ হোক কল্যাণ হোক। (উভয়ের ভিন্ন দিকে প্রস্থান)

(অশ্বত্থামা ও দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ)

দ্রোণ। বৎস! গুরু কখনো কৃপণতা করে না শিষ্যকে বিদ্যাদান কর্ত্তে। কিন্তু গুরু যা দেন শিষ্যের তা নেবার শক্তি থাকা চাই। যার যতখানি শক্তি সে ততখানিই গ্রহণ কর্ত্তে পারে তার বেশী পারে না। সুতরাং অর্জ্জুনের প্রতি দুর্য্যোধনাদির ঈর্ষা নিতান্তই অনুচিত। শাস্ত্রের বিধান—শিষ্যের যোগ্যতা বুঝে তাকে বিদ্যাদান কর্ত্তে হবে। আমি তাই করি। এতে অর্জ্জুনের দোষ কি?

অশ্বত্থামা। সবই জানি পিতা, সবই বুঝি। কিন্তু দুর্য্যোধন বুঝতে চায় না।

দ্রোণ। সেও বুঝবে—কিন্তু এখন নয় এক বৎসর পরে যখন প্রকাশ্য

রঙ্গক্ষেত্রে সামান্য একটা পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়ে যাবে যে তার স্থান অর্জ্জুন হতে কত নিম্নে। আমি দেখেছি অশ্বত্থামা! তার শিখবার ইচ্ছা আছে কিন্তু একাগ্রতা নেই। যখন তার দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ থাকা উচিত লক্ষ্য ও শরাসনের উপর তখন সে তার কুটীলচক্ষু চঞ্চল ভাবে ক্রমাগত ফেরাতে থাকে অর্জ্জুনের উপর, যেন মনে মনে ভাবতে থাকে যে, অর্জ্জুনকে এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণকে ধ্বংশ করাই অস্ত্র শিক্ষার চরম সার্থকতা। এরূপ মনোভাব যার সে কখনো অর্জ্জুনের সমকক্ষ হতে পারবে না।

অশ্ব। আচ্ছা পিতা! অর্জ্জুনকে কি সমস্ত বিদ্যাই প্রদান করবেন,—যা আপনার আছে?

দ্রোণ। সব প্রদান করব—যা আমার আছে—শুধু একটী-মাত্র বিদ্যা দিতে পারব না,—গুরুর নিষেধ।

অশ্ব। কি সে বিদ্যা পিতা?

দ্রোণ। শব্দভেদী বান। ত্রেতাযুগে রাজা দশরথ অন্ধকমুনির পুত্র সিন্ধুকে যা আঘাত করেছিলেন। এই দ্বাপরে তা একমাত্র জানেন আমার গুরু ভার্গব আর জানি আমি। আর কেউ জানে না।

অশ্ব। সে বানে কি হয়?

দ্রোণ। শব্দ লক্ষ্য করে সে বান নিক্ষেপ কর্ত্তে হয়। তাতে নিক্ষেপকারীর ইচ্ছানুসারে শব্দকারীকে বধ করা যায়—কিম্বা তার শব্দ রূদ্ধ করা যায়।

অশ্ব। শুধু শব্দ লক্ষ্য করে? যাকে আঘাত করব তাকে চোখে দেখতে পাব না?

দ্রোণ। কোন প্রয়োজন নাই। গভীর অন্ধকারেও এ শর নিক্ষেপ করা যায়। এ অস্ত্র কখনো বিফল হয় না।

অশ্ব। এ তো বড়ই আশ্চর্য্য পিতা। এ অস্ত্র তো আপনি আমাকেও শিক্ষা দেন নি।

দ্রোণ। বল্লুম যে গুরুর নিষেধ। তাঁর আদেশ এ অস্ত্র আমি স্বেচ্ছায় কা'কেও শিক্ষা দেব না।

অশ্ব। তবে কি আপনার অনিচ্ছায় আপনার নিকট হতে তা গ্রহণ কর্ত্তে হবে? তা কেমন করে সম্ভব হবে? এমন শক্তিই বা কার আছে?

দ্রোণ। তা জানি না। গুরুর যা আদেশ আছে তাই তোমাকে বল্লুম।

অশ্ব। তাঁর এরূপ আদেশ দেবার কারণ কি পিতা?

দ্রোণ। কারণ ধনুর্ব্বেদের এই অংশ ত্রেতাযুগের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল—যখন পৃথিবী অতিশয় হিংস্র শ্বাপদে পরিপূর্ণ ছিল, মহাবলশালী মায়াবী রাক্ষসগণের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, পদে পদে মানুষের প্রাণের আশঙ্কা বর্ত্তমান ছিল। আজ আর সে অবস্থা নাই। তাই দ্বাপরে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ।

অশ্ব। আশ্চর্য্য জ্ঞান ছিল এই বিধানদাতাদের। তাঁরা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান নখদর্পণে দেখতে পেতেন। তাই সমুদায় অবস্থা বিবেচনা করে যুগোপযোগী ব্যবস্থা করে গেছেন।

দ্রোণ। নিশ্চয়ই। আর্য্য ঋষিদের সমুদায় ব্যবস্থাই ওই একই প্রণালীতে রচিত। ভিত্তি তার যুক্তিতর্ক এবং ভূয়োদর্শনের উপর

গঠিত তুমি জান না বৎস ধনুর্ব্বেদের প্রত্যেকটী অধ্যায়-যুগেতিহাসের পরিচায়ক এসো আজ তোমাকে সে বিষয়ে কিছু উপদেশ প্রদান করব।

(উভয়ের প্রস্থান)

(কতিপয় ক্ষত্রিয় বালকের প্রবেশ)

গীত

বালকগণ।

আমরা বড় বড় বীরের খোকা ক্ষুদে ক্ষুদে বীর—
ছালকপাটী খেলি না তাই, খেলি ধনুক তীর।
হোমরা চোমরা যদিও মোরা, ছাড়িনি মাইদুধ,
গলায় বেধে বিষমলাগে খুটে খেতে ক্ষুদ,
তবু ফোঁস ফোঁসানি কম নয় কিছু সদাই উচু শির।
আমরা হাওয়ার সঙ্গে করি লড়াই,
বুকের বলের করি বড়াই,
কাউকে গ্রাহ্য করি থোড়াই, পেঁচা কি কুমীর।
(খাই) টপ্ টপ্ বড় হব বলে বাটি বাটি ক্ষীর॥

(একলব্যের প্রবেশ)

এক। ওগো বীরপুরুষেরা। বল্‌তে পার এখানে দ্রোণাচার্য্যের বাড়ী কোথায় ?

১ম বা। কি। আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা!

সকলে। এত বড় কথা!

২য় বা। কি! আমরা উপস্থিত থাকতে দ্রোণাচার্য্যের বাড়ী!

সকলে। এত বড় আস্পর্দ্ধা!

৩য় বা। কি! আমাদের বাবাদের গুরুর নাম ধরা!

সকলে। এত বড় ধৃষ্টতা।

এক। তোমরা রাগ কর্চ্ছ কেন? আমি তো অন্যায় কিছু বলিনি।

১ম। বলনি! দেখবে তবে মজা!

২য়। মাথাটী চিবিয়ে খাব যেন ছোলা মটর ভাজা।

৩য়। কিম্বা খাজা গজা।

সকলে। আজি বধিব বধিব তোরে খণ্ড খণ্ড করি—

(দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ)

দ্রোণ। গোল কিসের? একি! সর্ব্বনাশ! তোমরা এতগুলো বীর মিলে একজনকে আক্রমণ কর্চ্ছ। ছিঃ—

১ম। আচ্ছা তবে এ যাত্রা মাফ কর্লুম

২য়। প্রাণ ভিক্ষা দিলুম

৩য়। শুধু আপনার অনুরোধে

সকলে। নইলে কি আর রক্ষে ছিল?

(কাল্পনিক গোঁফে তা দিতে দিতে গর্ব্বিত পাদবিক্ষেপে প্রস্থান)

দ্রোণ। বৎস! তুমি কে? তোমার নাম কি?

এক। আমি নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র—নাম একলব্য।

দ্রোণ। এখানে তোমার কি প্রয়োজন?

এক। প্রভু দ্রোণাচার্য্যের কাছে আমার প্রার্থনা আছে।

দ্রোণ। দ্রোণাচার্য্যের কাছে প্রার্থনা! সে তো এক দীন ভিখারী ব্রাহ্মণ, রাজান্নে প্রতিপালিত—গ্রাসাচ্ছদনের জন্য রাজার নিকট হতে

সামান্য বৃত্তি গ্রহণ করে মাত্র। তার নিকট এমন কি মূল্যবান জিনিষ আছে যা তুমি চাও ?

এক। আমার যা প্রার্থনা তা একমাত্র তিনিই পূর্ণ কর্ত্তে পারেন।

দ্রোণ। কি তোমার প্রার্থনা ?

এক। প্রভু আপনিই কি আচার্য্যদেব ?

দ্রোণ। আমারই নাম দ্রোণ। কি তোমার প্রার্থনা বল ?

এক। ধনুর্ব্বিদ্যা।

দ্রোণ। ধনুর্ব্বিদ্যা! দ্রোণাচার্য্যের কাছে ধনুর্ব্বিদ্যা শিখতে এসেছ, তুমি নিষাদ পুত্র !

এক। বড়ই অপরাধ করেছি কি প্রভু ?

দ্রোণ। না বৎস অপরাধ নয়। কিন্তু তোমার গুরুতর ভ্রম হয়েছে।

এক। কি ভ্রম প্রভু ?

দ্রোণ। যে ধনুর্ব্বিদ্যা আমি দান কর্ত্তে পারি তাতে ক্ষত্রিয়ের অধিকার, নিষাদপুত্রের নয়। শাস্ত্রের নিষেধ অনধিকারীকে বিদ্যা দান কর্ত্তে নাই।

এক। নিষাদপুত্র যদি ধনুর্ব্বিদ্যায় অনধিকারী, ব্রাহ্মণও তো তাই।

দ্রোণ। যদিও এ তর্ক তোমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা তথাপি বলতে আপত্তি নাই,—বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের পক্ষে বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ব্যবস্থা। পুরাণে, ইতিহাসে তার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বিশেষ আমি বিদ্যা অর্জ্জন করেছি দান করবার জন্য—বৃত্তি হিসাবে নয়।

এক। আমি আপনাকে মনে মনে গুরু বলে বরণ করেছি।

আপনার আদেশ আমি কখনো অবহেলা করব না। আপনার যদি সেইরূপই আদেশ হয় তবে আমিও এ বিদ্যা শুধু দান করব, নিজের কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করব না।

দ্রোণ। নিষাদ! দানের পাত্র অপাত্র আছে। অপাত্রে বিদ্যা দান করলে বিষময় ফল অবশ্যম্ভাবী। কে পাত্র আর কে অপাত্র তা বিচার করবার শক্তি তোমার নাই। যদি বা থাকে তোমার স্বজাতিয় ভিন্ন কোন ক্ষত্রিয় সন্তান তোমার কাছে বিদ্যাগ্রহণ কর্ত্তে যাবে? নিষাদ যদি ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন কর্ত্তে চায় তার ফল কি হবে জান? বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সকল শৃঙ্খলা ভেঙ্গে যাবে, সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হবে, ব্রাহ্মণ চণ্ডালের প্রভেদ তিরোহিত হয়ে যাবে। তুমি ফিরে যাও নিষাদ, আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ কর্ত্তে পারব না।

এক। আমি তো ফিরে যাব বলে আসিনি প্রভু। আমি আপনাকে মনে মনে গুরু বলে বরণ করে জননীর আশীর্ব্বাদ নিয়ে বেরিয়েছি। সে আশীর্ব্বাদ বিফল হবে না,—ফিরে আমি যাব না। আপনি পণ্ডিত—আমি মূর্খ, আপনি বড়—আমি ছোট, আপনি দাতা আমি আপনার দুয়ারে ভিখারী, আপনি স্বীকার করুন বা না করুন আপনি গুরু আমি শিষ্য—আপনার যদি দয়া হয় তা হলে আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর্ত্তেও পারেন কিম্বা যদি ইচ্ছা হয় তা হলে আমায় পদাঘাত করে দূর করেও দিতে পারেন। কিন্তু আপনি যাই করুন ফিরে আমি কিছুতেই যাব না। আপনার দুয়ারে না খেয়ে পড়ে থেকে মরে যাব তবু নড়ব না—আমি চণ্ডাল বটে তবু আপনার শিষ্য হবার স্পর্দ্ধা রাখি। আমি প্রমাণ করব যে আমি অযোগ্য নই।

দ্রোণ। কি করব নিষাদ, আমি অক্ষম—আমি অক্ষম। আমি পারব না শাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘন করে নিষাদকে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা দিতে। বৎস! তোমার জন্য আমার দুঃখ হয় কিন্তু—নিরুপায়, নিরুপায়।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

(ভানুমতীর প্রবেশ)

ভানু। দাঁড়াও ব্রাহ্মণ। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

দ্রোণ। কে তুমি মা?

এক। একি! আমার মা! মরি মরি! মায়ের আমার এ কি রূপ! এ রূপ তো আগে কখনো দেখিনি। যেন সাক্ষাৎ মা ভবানী কিরাতিনীর রূপ ধরে মাটীতে নেমে এসেছে।

দ্রোণ। উত্তর দাও মা—প্রজ্জ্বলিত বহ্নিশিখারূপিণী তুমি কে?

ভানু। আমি যে হই, তুমি বল দেখি ব্রাহ্মণ,—কোথায় কিরূপে তোমার জন্ম হয়েছিল? শুনেছি পিতা তোমার মহামুনি ভরদ্বাজ। তোমার মাতা কে বল দেখি?

দ্রোণ। এ প্রশ্ন কেন? কোথায় কিরূপে আমার জন্ম হয়েছিল, আমার মাতা কে এ সকল পরিচয়ই তো আমার নামের সঙ্গে গাঁথা রয়েছে। দ্রোণীর মধ্যে আমার জন্ম—তাই আমার নাম দ্রোণ। আমার মাতা নাই। আমি অযোনিসম্ভব।

ভানু। তবু ভাল ঘৃতাচী অপ্সরার নাম করনি। আচ্ছা তুমি যখন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলে তখন কে তোমায় ধাত্রিরূপে পালন করেছিল? কে তোমায় বুকের দুধ খাইয়ে বড় করেছিল? তোমায় কোলেপিঠে করে

মানুষ করেছিল ? তুমি অযোনীসম্ভব বটে। কিন্তু তবু তো তোমার মায়ের প্রয়োজন হয়েছিল। বল দেখি সে মা তোমার কে ?

দ্রোণ। পিতার আশ্রমে দুগ্ধবতী গাভী কল্যাণী আমাকে দুগ্ধ দিয়ে প্রতিপালন করেছিল। কিন্তু তুমি কে ?

ভানু। বল ব্রাহ্মণ, সেই দুগ্ধবতী গাভী ভিন্ন আর কেউ কি তোমার মাতৃত্বের দাবী কর্ত্তে পারে না। তোমার মাতৃঋণ কি তারই চরণ তলায় শেষ হয়েছে ? আর কারু কাছে কি তোমার কিছুমাত্র ঋণ নাই ?

দ্রোণ। আছে। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো না যতক্ষণ না তুমি নিজের পরিচয় প্রদান কর।

ভানু। বেশ তুমি না বলতে চাও, আমি বলছি। শোণ—তোমার জন্মের পূর্ব্বে একদিন একপুত্রহারা অনাথিনী বেদিনী শান্তিলাভের আশায় শিশু কন্যার হাতধরে তোমার পিতার চরণ তলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। স্বেচ্ছায় তোমাদের দাসীবৃত্তি অবলম্বন করেছিল। তোমার পিতা ছিলেন সংসার ত্যাগী মহর্ষি, তিনি তোমার মত সঙ্কীর্ণচেতা ছিলেন না। তিনি কিরাতিনীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, অস্পৃশ্য বলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন নি। বন্ধনহীন সেই মহাপুরুষকে তোমার জন্মও বিব্রত করতে পারেনি, একদিনের জন্যও তাঁর তপস্যায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। তিনি অনায়াসেই সেই কিরাতিনীর উপর তোমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে তপস্যায় চলে যেতেন, আর সেই কিরাতিনী তোমায় কোলে নিয়ে তোমার মলমূত্র পরিষ্কার করে, তোমায় স্তন্যপান করিয়ে নিজের হারাণ পুত্রের শোক নিবারণ কর্ত্ত। ব্রাহ্মণ, আজ সেই কিরাতিনী মায়ের কথা বলতে লজ্জায় তোমার মাথা নুয়ে পড়ে কেন ?

দ্রোণ। তুমি—তুমি কি ভানুমতী ?

ভানু। হ্যাঁ আমি ভানুমতী—সেই কিরাতিনীর কন্যা ভানুমতী। যে শৈশবে তোমায় খেলা দিত, কাঁদলে সান্ত্বনা দিত, পদাঘাত মুষ্টাঘাত নীরবে সহ্য কর্ত্ত। ব্রাহ্মণ, আমি তোমার পিতাকে দেখেছি, ভাগ্যবশে তাঁর পায়ের তলায় মাথা নত করেছি। আজ তোমাকেও দেখছি। বল ব্রাহ্মণ ! সেই কিরাতিনী মায়ের কাছে মাতৃঋণ কি তুমি স্বীকার কর ?

দ্রোণ। অবশ্য করি। সে ঋণ আমি জীবনে শোধ কর্ত্তে পারব না।

ভানু। কথঞ্চিৎ পার যদি তুমি ইচ্ছা কর। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ। তুমি জান মায়ের অধিকার কন্যায় বর্ত্তে। সেই অধিকারের বলে আমি তোমার বলছি, আমার পুত্রের প্রার্থনা পূর্ণ করে তোমার সে ঋণ কথঞ্চিৎ শোধ করতে পার। মনে রেখ তোমার পিতার আশীর্ব্বাদের ফল আমার এই পুত্র।

দ্রোণ। তোমার পুত্র !

ভানু। হ্যাঁ। এই আমার পুত্র। কেমন করবে ?

দ্রোণ। না, না ও অনুরোধ আমায় কর না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের শৃঙ্খলা আমি ভাংতে পারবনা—এ মহাপাপ,—এ আমাদ্বারা হবে না। ও কি তুমি অমন করে আমার পানে তাকাচ্ছ কেন ?—আমায় কি দগ্ধ করবে ? না না তোমার দৃষ্টি সংযত কর। দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও, ও চাউনী আমি সইতে পার্চ্ছি না, আমি যাই—আমি যাই—।

(প্রস্থান)

ভানু। যাও ব্রাহ্মণ। কিন্তু পারব না বল্লে আমি ছাড়ব না।

তোমায় পার্ত্তে হবে। এ তোমার পাওনাদারের তাগাদা। না বল্লে সে তো শুনবে না।

এক। বৃথা চেষ্টা মা। ব্যাধ এতই হীন যে ব্রাহ্মণ কিছুতেই তাকে বিদ্যাদান করবে না। সে যোগ্য কি অযোগ্য—সে বিচার করবে না, একবার পরীক্ষা করে দেখবে না, সে যদি মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে মরেও যায় তবু একবারও ফিরে তাকাবে না। যেহেতু সে ব্যাধ। তার জন্মই তার যথেষ্ট অপরাধ—যেন তার জন্য সে নিজেই দায়ী, যেন কর্ম্মেও তার অধিকার নাই। যাক্ সে কথা মা! তুমি এখানে এলে কেন?

ভানু। তোকে বিদায় দিয়ে ঘরে থাকতে পারিনি তাই এসেছি। তোর পিতা এসেছেন রাজার কাছে আবেদন কর্ত্তে। তার সঙ্গে আমরা সবাই এসেছি।

এক। সেকি! এত দুর্ব্বল তুমি মা?

ভানু। দুর্ব্বল নইরে—দুর্ব্বল নই। কিন্তু সেকথা এখন নয়। এখন চল দেখি আমার সঙ্গে।

এক। সে কি মা! তোমার আশীর্ব্বাদ নিয়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়েছি। আচর্য্য দ্রোণকে গুরু বলে বরণ করেছি—নিস্ফল হয়ে ফিরে যাব?

ভানু। তবে কি করবি?

এক। এইখানে গুরুদেবের দ্বারের পার্শ্বে আনাহারে প্রাণ দেব। দেখি তাঁর দয়া হয় কি না। দেখি পারি কি হারি।

ভানু। তাতে হয়তো তোর সিদ্ধি লাভ হতে পারে। কিন্তু তা এ জন্মে না—পর জন্মে। আমি তোকে সে আশীর্ব্বাদ করিনি। আমি

তোকে এ জন্মেই অমর হবার আশীর্ব্বাদ করেছি। শুনলি তো, আমি বাল্যকালে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে প্রতিপালিত, সাধনা সম্বন্ধে কিছু ধারণা আমার আছে,—আমি তোকে উপায় বলে দেব।—

(নেপথ্যে গীতধ্বনি)

ফিরে আয়, ফিরে আয়রে মোদের হীরে মানিক সোনা !

ওই শোন মেয়েগুলো সব তোকে নিয়ে যেতে এসেছে।

(নিষাদ বালিকাগণের প্রবেশ ও গীত)—

ফিরে আয়, আয় রে মোদের হীরে মানিক সোনা।
ওরে তোর জন্যে কেঁদে মরি আমরা যে সব জনা রে !
ওরে তোর হাঁসেতে ডিম পেড়েছে, বিউল বুধি গাই
বেল গাছেতে বেল পেকেছে—তুই যে ঘরে নাই !
তুই বিনে তোর হরিণ ছানা ছোঁয়না ঘাসের কণা রে।
ওরে বনে বনে কেঁদে মরে বৌ কথা কও পাখী,
কেঁদে কেঁদে কোকিল বৌয়ের রাঙ্গা হল আঁখিরে—
বলিস নে আর মেয়েদের কথা পেটে নেইরে দানা,
দিনে রেতে শুধুই দেখি তোর চাঁদ মুখখানা রে !

(সকলের প্রস্থান

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

দ্রোণাচার্য্যের বাড়ীর কক্ষ। সময় রাত্রি।

অশ্বত্থামা একখানি ভূর্জ্জপাত্র অঙ্কিত নক্সা দেখিতেছে, তাহার সম্মুখে একখানি তালপাতার পুঁথী খোলা আছে।

অশ্বত্থামা। 'আমার এই সূচিব্যূহ সম্পূর্ণ অভিনব। এর গতি কেউ রোধ কর্ত্তে পারবে না। এইখানে প্রবেশ পথ, এইখানে নির্গমণের পথ—আর এই সূচিমুখে তীক্ষ্ণ বর্ষাধারী বর্ম্মাবৃত সৈনিকদল —ব্যাস! (পুঁথী দেখিতে লাগিল)—

(দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ)

দ্রোণ। কে? অশ্বত্থামা!

অশ্ব। পিতা! পিতা!, আমি এক অতি চমৎকার সূচিব্যূহ আবিস্কার করেছি। এই দেখুন।

দ্রোণ। (একবার চোখ বুলাইয়া) কাল প্রভাতে দেখব। রাত্রি অধিক হয়েছে। এখন নিদ্রা যাও গে।

(বিমর্ষভাবে অশ্বত্থামার প্রস্থান)

(উপবেশনপূর্ব্বক) ভানুমতি! ভানুমতি! আমায় অপরাধী করো না। আমার দোষ নাই। আমার প্রাণ চায় বড় বোন বলে তোমার পায়ে মাথা নোয়াতে, আর আমার সমাজ, লোকাচার, দেশাচার, এসে চোখ রাঙ্গিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়ায়,—আমি কি করব? আমার পিতা ছিলেন সংসার বিরাগী মহর্ষি—আর আমি হয়েছি ঘোরতর

সংসারী। তিনি যা পার্ত্তেন, আমি তা পারি না। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কঠিন শৃঙ্খল আমার অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে রয়েছে। তা ভাংবার শক্তি আমার নাই। তাই তো আমি একলব্যকে শিষ্য বলে গ্রহণ কর্ত্তে অক্ষম। এতে আমার কোন দোষ নাই। (হাঁই তুলিয়া) নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছে। রাত্রি তৃতীয় প্রহর হতে চল্ল,—নিদ্রারই বা দোষ কি?

(শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইল—অশ্বত্থামার পুনঃপ্রবেশ)

অশ্ব। পিতা, পিতা, আমার স্থচিব্যূহে একটা বড় দোষ রয়ে গেছে—তাই তো নিদ্রিত হয়ে পড়েছেন! যাক. ডাকব না।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

দ্রোণ। (ঘুমের ঘোরে) তুমি ফিরে যাও, তোমার প্রর্থনা পূর্ণ করবার শক্তি আমার নাই।

অশ্ব। এ কি! পিতা ঘুমের ঘোরে কা'কে কি বলছেন!

দ্রোণ। (ঘুমের ঘোরে) না, তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যান কর্ত্তে আমি পাচ্ছি না। তোমাকে বিদ্যাদান কর্লে মাতৃঋণ কতক পরিমাণেও শোধ হয়। তবে এসো, তোমার যদি গ্রহণ করিবার শক্তি থাকে, তুমি গ্রহণ কর। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষার ভার যাদের উপর ন্যস্ত আছে তাঁরা তা গ্রহণ করুন। (ঘুমের ঘোরে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল)

অশ্ব। এ কি! আমি তো কিছুই বুঝিতে পাচ্ছি না।

দ্রোণ। ভানুমতি! ভানুমতি! দিদি আমার! বল আর তোমার অভিমান নাই। আমি তোমার ছোট ভাইটি। ছেলেবেলায় কত পদাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত করেছি, কতদিন তোমার কোলে মলমূত্র পরিত্যাগ করেছি তাও সহ্য করেছ, তবে আজ এ অভিমান কেন?

অশ্ব। পিতা? পিতা? শয়ন করুন, নিদ্রা যান।

দ্রোণ। (উঠিয়া দাঁড়াইল) না না, ওরকম নয়। বামজানু ভূমিতে দৃঢ় ভাবে সংলগ্ন ক'রে, দক্ষিণ জানু সোজা করে মেরুদণ্ড খাড়া করে বোস—(দ্রোণ উঠিয়া ধনুঃশর লইল)—এই ভাবে—না, না হল না, হ্যাঁ এইবার ঠিক হয়েছে এই রকম করে ধনুক ধারণ কর।—শর নাও,—তর্জ্জনী-মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শর ধারণ কর—হ্যাঁ ঠিক হয়েছে—লক্ষ্য কর—

অশ্ব। পিতা! পিতা! আপনি কাকে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছেন?—পিতা, এযে স্বপ্ন—পিতা! পিতা!—

দ্রোণ। অ্যাঁ! কে? কে তুমি? ওঃ অশ্বত্থামা! অশ্বত্থামা! অশ্বত্থামা! সে কোথায় গেল? এই তো ছিল।—

অশ্ব। কে পিতা?—

দ্রোণ। কে? পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। যে এইমাত্র ছিল।

অশ্ব। আপনি এবং আমি ছাড়া আর তো কেউ এখানে ছিল না। আপনি তো স্বপ্ন দেখছিলেন।

দ্রোণ। আমি স্বপ্ন দেখছিলেম—না? বল বল অশ্বত্থামা,—এ সত্য নয়, স্বপ্ন।

অশ্ব। এ স্বপ্ন পিতা।

(নেপথ্যে গীতধ্বনি)

ওরে তোর শুধতে হবে দেনা
এ ভবের হাটের বেসাতি তোর সবই ধারে কেনা।

দ্রোণ। ও কি!

অশ্ব। প্রভাত হয়েছে পিতা। রাজপথে ভিখারীগণ গেয়ে চলেছে।

দ্রোণ। না না ও ভিখারীর গান নয়। ভিখারীর গান নয় ও দৈববাণী—ওকে ডাক অশ্বত্থামা।—আমি ওর গান শুনব।

(অশ্বত্থামা ভিখারীকে ডাকিল)

গীত।

ভিখারী।

ওরে তোর শুধতে হবে দেনা
এ ভবের হাটের বেসাতি তোর সবই ধারে কেনা।
বকেয়া খাতার যত পাওনাদার,
তারা কি ছাড়বে তোরে ভেবেছিস কি পাবি পার?
সুদের কড়ি করবে আদায় রেহাই দেবে না
পারের কড়ি চাস যদিরে ফাঁকি চলবে না

দ্রোণ। জানি জানি কেউ রেহাই দেবে না। টুঁটি টিপে সব পাওনা আদায় করবে। তুমি দিতে চাও আর না চাও, কোনমতে নিস্তার নাই।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

বনভূমি কালী মন্দিরের সম্মুখ

মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ—(সময় সন্ধ্যার প্রাক্কাল)

হর্ষণ ও জয়া।

নেনা নেমা মোদের হৃদয় বলি নে মা
আপন হাতে মোদের চোখের ঠুলি খুলি দে মা
ঝর ঝর ঝর মাথার উপর ঝরুক শিলা পাথর
বাজুক মা বাজ কড়্ কড়্ কড়্ হই না যেন কাতর
তোর চরণে নোয়াই মাথা, নোয়াবে তো কে মা?
মরণজয়ী শিব চরণে—তুই যে মোদের সে মা।

(মন্দির দ্বার খুলিয়া ভানুমতীর প্রবেশ)

ভানু। হর্ষণ! জয়া! এই নে মায়ের প্রসাদী সিন্দুর মায়ের আশীর্ব্বাদে তোদের মরণ ভয় দূর হোক।

জয়া। তাই হোক মা—তাই হোক। তোমার আশীর্ব্বাদে যেন দু'জনে এক সঙ্গে মর্ত্তে পারি।

হর্ষণ। মর্ত্তে তো সবাইকে হবে। কিন্তু তার পর—?

ভানু। তারপর মরণের পরও আর কিছু আছে নাকি রে হতভাগা ছেলে।

হর্ষণ। যারা মরবে তাদের জন্য এ পারে আর কিছু নাই জানি। কিন্তু যারা থাকবে তাদের কি হবে? সেই তো তাদের অন্য বনে গিয়ে আশ্রয় নিতেই হবে, তবে মিছামিছি এ রক্তপাত কেন?

ভানু। রক্তপাত মায়ের তৃপ্তির জন্য। অত্যাচারীর শাসনের জন্য।—নিজেদের মাথা বাঁচাবার জন্য। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে হর্ষণ—যে ব্রাহ্মণই পৃথিবীর সব নয়,—চণ্ডালও মানুষ, তারাও এ সংসারের সুখ সুবিধার উপর কিছু দাবীদাওয়া রাখে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যেই পৃথিবীর সকল শক্তি লুকিয়ে নেই, রাজা সর্ব্বশক্তিমান নন যে—তিনি ইচ্ছাকর্লেই অস্ত্রের বলে প্রজাকে তার চিরদিনের অধিকার থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিতে পারেন না। সোজা কথা—আমরা এ বন ছেড়ে যাব না। রাজার হুকুমে ব্রাহ্মণদের বাসের জন্য এক ছটাক ভুঁইও ছেড়ে দেব না,—তার জন্য প্রাণ দিতে হয়, দেব।

হর্ষণ। বুঝেছি মা। এখন শোন তোমার কাছে যে জন্যে এসেছি। বাবা জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন যে তুমি মায়ের আদেশ পেয়েছ কি না।

ভানু। পেয়েছি। তাঁকে গিয়ে বল যে মা বলেছেন যে আজকের অমাবশ্যার অন্ধকারে মা নিজে শ্মশানে তাথৈ তাথৈ তাণ্ডব নৃত্য করবেন। শ্মশান যেন তৈরি থাকে। (মেঘগর্জ্জন)—ওই শোন্

হর্ষণ। ওকি মা!

ভানু। বুঝতে পারলিনা বোকা ছেলে, ও মায়ের হুঙ্কার। মা আগে থেকেই জানান দিয়ে রাখছেন।

হর্ষণ। বেশ, আমি চল্লুম।

(হর্ষণের প্রস্থান)

জয়া। আমি কি করব মা!

ভানু। তুই ও যা। মায়ের মেয়েদের সব একত্র কর্। তাদের তৈরি হতে বল্। আজ মায়ের পূজা শুধু ছেলেরা করবে না, মায়ের মেয়েরাও করবে। জানিস তো মায়ের কাছে মেয়েরা কোন দিনই ফেল্‌না নয়।

(জয়া ভানুমতীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল)

ভানু। দেখিস মা, মুখ রাখিস। আজ তোরই ভরসায় বনে দাবানল জ্বেলে দিচ্ছি যেন পুড়িয়ে মারিস নি।

(ভানুমতীর মন্দিরাভ্যন্তরে গমন)।

(জনৈক সাধুর প্রবেশ)

সাধু। গীত

মধুপানে মত্তনেশায় দেখে মা তোর রক্ত আঁখি,
ভরে ওঠে চিত্ত যে মোর, অনিমিষে চেয়ে থাকি।
গুরু গুরু দেয়া ডাকে
কাজল মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
চমকে উঠে ক্ষণপ্রভা শিউরে উঠে পরাণ পাখী
ছোটে যে তোর চরণ পানে (আমি) কোন পরাণে বেঁধে রাখি ?

(গীতান্তে প্রস্থান)

(সূর্য্য অস্ত গেল চারিদিকে অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল—মাঝে মাঝে মেঘগর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল)

(হিরন্যধনুর প্রবেশ)

হির। ভানুমতী! ভানুমতী!

(মন্দিরাভ্যান্তর হইতে ভানুমতীর প্রবেশ)

ভানু। কি রাজা? কি হয়েছে? তুমি কাঁপছ কেন?

হির। কিছু হয় নি ভানুমতী। আমি মায়ের পায়ে প্রণাম কর্ত্তে এসেছি, তোমার কাছে শেষ বিদায় নিতে এসেছি।

ভানু। কেন রাজা—শেষ বিদায় কেন?

হির। তুমি তো সবই জান। তবে আবার জিজ্ঞাসা কেন?

ভানু। জানি সব, কিন্তু এরই মধ্যে যে তোমার শেষ বিদায় নেবার সময় উপস্থিত হবে—তাতো জানতুম না।

হির। রাজার তরফ থেকে আমাদের উচ্ছেদ কর্ত্তে এসেছে কে জান? দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা, ছেলে মানুষ বটে কিন্তু বীরত্বে হস্তিনায় তার মত অল্পই আছে।

ভানু। বেশতো! ভাইপো এসেছেন পিসীর বাড়ীতে—এ সুখের কথা। যদি আদর যত্ন ভালবাসা চাইতেন বুকেকরে রাখতুম, মাথায় করে রাখতুম। চাইছেন আমাদের বুকের রক্ত—তাই পাবেন। তবে কি জান, এ ফাগের খেলার মত, দেওয়া নেওয়া দুই চাই—নইলে হয় না।

হির। তারপরে শোন—তার সঙ্গে সৈন্য সামন্ত হাতী ঘোড়া

বিস্তর,—আর তাদের পথ দেখিয়ে এনেছে সেই লোভী ব্রাহ্মণ যার পুত্রের সঙ্গে চিত্রার বিবাহ দিতে চেয়ে ছিলেম। সেই আমাকে মিথ্যা-কথায় ভুলিয়ে নিশ্চিন্ত করে রেখে ভিতরে ভিতরে এই কাজ করেছে। তার লোভ আমার গজমুক্তা আর হাতীর দাঁতের উপর। সে সব আমি কোথায় রেখেছি তাও বিশ্বাস করে তাকে বলেছিলেম—এই আমার অপরাধ।

ভানু। তাতে আর দোষ কি হয়েছে? সে যে ব্রাহ্মণ। দোষ, পাপ—এসব তোমার জন্য—এসব তো আর তাদের গায়ে লাগে না, পদ্মপাতায় জলের মত গড়িয়ে পড়ে যায়।

হির। তাই দেখছি। তারপর শোন। আমার বিশ্বাস আজ শেষ রাত্রেই তারা আমাদের উপর এসে চড়াউ করবে। আমাদের একটী লোকও যে প্রাণে বাঁচবে সে ভরসা আমার নাই।

ভানু। আমার কিন্তু আছে।

হির। কিসে!

ভানু। (আকাশে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ) ঐ দেখ।

হির। দেখছি। কিন্তু সময়ে নাগাল পাবে কি?

ভানু। মা জানেন। আমি কিন্তু ভরসা করে বসে আছি। এই নাও মায়ের নির্ম্মাল্য।

(হিরন্ময়ধনু নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া মন্দির দ্বারে প্রণাম করিল)

হির। আমি তবে আসি!

(হিরন্ময়ধনুর প্রস্থান)

ভানু। এসো। আমিও যাচ্ছি। জয়া! জয়া!

(জয়ার প্রবেশ)

জয়া। কি মা?

ভানু। বনের বাইরে তাদের ছাউনী দেখেছিস?

জয়া। দেখেছি।

ভানু। ঝড় উঠল বলে। ঝড় উঠবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের গায়ে গা মিশিয়ে চোরের মতন পা টিপে টিপে গিয়ে হাতীর পায়ের শেকল খুলে দিতে হবে। পারবি?

জয়া। কেন পারব না? এ আর একটা শক্ত কি!

ভানু। তবে যা। তোরা বিশজন বেশী নয়।

(জয়ার প্রস্থান)

চিত্রা! চিত্রা!

(চিত্রার প্রবেশ)

ভানু। যা বলে দিয়েছি মনে আছে?

চিত্রা। আছে।

ভানু। বেশ যাও। হর্ষণকে একবার পাঠিয়ে দিও

(চিত্রার প্রস্থান ও হর্ষণের প্রবেশ)

হর্ষণ। আমায় ডাকছিলে মা?

ভানু। হ্যাঁ। আচ্ছা বল দেখি হর্ষণ, যখন চারিদিক ভেঙ্গে চুড়ে ঝর উঠবে, মিশ মিশে কালো অন্ধকার ঘুট্ ঘুট্ করবে, তখন যদি তাদের হাতী গুলো ছাড়া পেয়ে তাদেরই ছাউনীর উপর দিয়ে দল বেঁধে ছুটে চলে যায়, তাহলে কি অবস্থা হয়?

হর্ষণ। খুব চমৎকার হয়। আমরা লড়াই না করেই জিততে পারি। আর তারা বেশীর ভাগ পিশে মরে যায়। যে কজন বেঁচে থাকে তাদেরও দুর্দ্দশার একশেষ হয়।

ভানু। বেশ। তবে শোন ঝড় উঠলেই হাতী গুলো ছাড়া পাবে, তোরা শুধু মশাল জ্বেলে তাদের তাড়া দিয়ে ছাউনীর উপর দিয়ে চালিয়ে দিবি। কেমন পারবি ?

হর্ষণ। খুব পারব। কিন্তু হাতীর পায়ের শেকল খুলবে কে ?

ভানু। সে ভার আমার! তোরা সব তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়গে।

(হর্ষণের প্রস্থান)

ভানু। দেখিস মা, মুখ রাখিস। আজ তোরই ভরসায় বনের মাঝে দাবানল জ্বেলে দিচ্ছি, যেন পুড়িয়ে মারিস নি।

(প্রস্থান)

(সজোরে মেঘগর্জ্জন—ঝড় উঠিল)

(গাহিতে গাহিতে চিত্রার প্রবেশ)

চিত্রা — গীত

ওরে ও বনের পথের পথ ভোলা!
আয়রে ছুটে আমার পাছে আমার ঘরের দোর খোলা।
আমি আঁধার রাতের দীপালী রে, মরু পথের ঝরণা।
বাদল রাতেব পথের সাথী, রূপসী হেম বরণা,—
আমি হারিয়ে যাওয়া দখিন হাওয়া, মন ফাগুনের হিন্দোলা—
আয়রে ছুটে নে রে লুটে আগুন ফাগের রং গোলা।

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

(দুইজন কুরু সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈ। ওরে, ওরে ওটা কে বল্ দেখি, মানুষ না অপদেবতা? ওর পেছনে ছুটতে ছুটতে এ আমরা কোথায় এসে পড়লুম? ওর গানে আমরা এত মাতোয়ারা হয়ে পড়েছি যে মাথার উপর দিয়ে দৈত্যের মত বিরাট ঝড় শোঁ শোঁ করে ছুটে চলেছে—তাও টের পাইনি। গায়ে বৃষ্টি পড়ছেনা যেন তীর বিঁধছে, শীল পড়ছেনা যেন এক একখানি পাথর ছিট্‌কে এসে লাগছে—তাও গ্রাহ্য করিনি। বন, বাদাড়, খানা, ডোবা ভেঙ্গে শুধু ছুটেছি আর ছুটেছি। এখন প্রাণ যায়।

২য় সৈ। কিন্তু গেল কোথায়? এখান পর্য্যন্ত ঠিক পেছন পেছন এসেছি। এইখানে এসে খেই হারিয়ে ফেললুম।

১ম সৈ। হারিয়ে গেছে আপদ গেছে। এখন চল, কোথাও গিয়ে মাথা বাঁচাই। উঃ প্রাণ—গেল যে।

২য় সৈ। যেতে হয় তুই যা, আমি যাব না। আমি দেখব ও কোথায় গেল। ওকে ধরবই ধরব। তাতে প্রাণ যায় কি থাকে।

১ম সৈ। তবে মর

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে গীতধ্বনি)

আমি আঁধার রাতের দীপালী রে মরু পথের ঝরণা
বাদল রাতের পথের সাথী, রূপসী হেমবরণা—
আয়রে ছুটে আমার পাছে আমার ঘরের দ্বার খোলা
ওরে ও বনের পথের পথ ভোলা !

২য় সৈ। ওই—ওই যাচ্ছে, ওই যাচ্ছে। সুন্দরী দাঁড়াও।

(বেগে প্রস্থান)

(খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বিদ্যাবিপর্য্যয়ের প্রবেশ)

বিদ্যা। ওরে যাসনে যাসনে, ওটা পেত্নী—এখুনি ঘাড় মট্‌কাবে। যা মরগে। আমার কি? উঃ হুঃ হুঃ হোঁচট খেয়ে পাটা একেবারে গেছে। যেমন গেছিলুম ওই জমাদার ব্যাটাদের সঙ্গে ভাব করে কাজ গুছিয়ে নিতে—তেম্নি ফল হয়েছে। গিদ্ধড় ব্যাটারা নিজেরাও ম'ল আমাকেও মেরে গেল। এখন উপরে ঝঞ্চাবাত শিলাপাত নীচে অন্ধকার অপিচ খট্টা ভাঙ্গিলে ভূমি শয্যা হয়! এখন করি কি? যাই দেখি কোন কোটরে টোটারে ঢুকে প্রাণটা বাঁচাতে পারি কি না। রাম নাম সত্য হ্যায়—রাম নাম—

(ভল্ল উদ্যত করিয়া ভানুমতীর প্রবেশ—)

অ্যাঁ! একি বিরহ বিধুর বিকট ব্যাপার! একজন তো গানের পিছনে দৌড় করিয়ে প্রাণ ওষ্ঠাজাত করে দিয়েছেন ইনি যে আবার শূল দিয়ে হুল ফুটিয়ে ভব নদী পার কর্ত্তে চান! নাঃ—গতিক তো মোটেই সুবিধে বুঝছি না।

ভানু। তুমি আমার বন্দী। যদি প্রাণের মায়া থাকে নিঃশব্দে আমার সঙ্গে এসো।

বিদ্যা। বন্দী! বন্দী কি? একটু সন্ধি বিচ্ছেদ করে বল তো শুনি।

ভানু। আমার সঙ্গে এসো বলছি।

বিদ্যা। তা, তা—আহাহা যাচ্ছি যাচ্ছি—খোঁচা দাও কেন? অম্নি বিনামূল্যেই যাচ্ছি। খোঁচাদাও কেন?

(অশ্বত্থমা ও হিরণ্যধনুর প্রবেশ)

অশ্ব। ব্যাধ মনে করো না, দৈব দুর্ব্বিপাতে, ঝড়ে, শিলাপাতে, রণ-হস্তীর তাড়ণে আমাদের শিবির ও সৈন্য দল বিদ্ধস্ত হয়েছে বলে তোমরা নিরপদ হয়েছ। মনে রেখো কুরুরাজের সৈন্য বল অসীম, আমার মত নগণ্য সেনাপতি তাঁর বহু আছে। তিনি যখন সঙ্কল্প করেছেন যে এখানে নূতন নগর নির্ম্মাণ করে ব্রাহ্মণের বসতি স্থাপন করবেন, তখন যে তিনি একবার বিফল হয়েই সে চেষ্টায় বিরত হবেন তা স্বপ্নেও মনে করো না। এ সব জেনেও যদি তোমরা আমায় বন্দী কর্ত্তে চাও আমি বারণ করব না। কিন্তু এর ফল হবে অতি ভীষণ—তা জেনে রেখো।

হির। আমরা মুখ্খু বেদে। অত ফলাফল হিসেব করবার মত বুদ্ধি কি আমাদের আছে? তবে হ্যাঁ, বন্দী ঠিক তুমি নও, তুমি থাক্‌বে নজর বন্দী! ঘরে বাইরে যেখানে ইচ্ছা বেড়িয়ে বেড়াও, যা খুসী কর, কেউ বারণ করবে না! কেবল সীমানার বাইরে যেতে পারবে না।

অশ্ব। বেশ তাই হবে। চল কোথায় নিয়ে যাবে।

হির। এখন আর কোথাও যেতে হবে না। আজ রাত্রির মত এই মন্দিরেই বিশ্রাম কর। কাল তোমার জন্য একটা ভাল যায়গা দেখে ঘর বেঁধে দেওয়া যাবে।

অশ্ব। মন্দির! আঃ বাঁচলেম। ব্যাধ আমি বড় তৃষ্ণার্ত্ত, তোমার মন্দিরের পূজারীকে বল আমায় একটু পানীয় জল দিতে।

হির! এই তো মুস্কিলে ফেল্‌লে দেবতা। মন্দিরে তো পূজারী নাই।

অশ্ব। মন্দিরে না থাক্, সে নিশ্চয়ই নিকটেই কোথাও আছে।

আমি বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত। তুমি বরং আমাকে তার কুটীরে নিয়ে চল। আগে আমায় জলপান করিয়ে যেখানে নিয়ে যেতে হয় যেও।

হির। দেবতা, আমাদের এখানে পূজারী বলে কেউ নাই। আমরা নিজেরাই মায়ের পূজা করি। তাও আবার মন্ত্র তন্ত্র জানিনা, মনের সোজা কথাগুলি মাকে বলি। বেদের বুদ্ধি কিনা, 'আমরা মনে করি মার পায়ে সন্তান ফুল জলের অঞ্জলী দেবে, দয়াল ঠাকুরের কাছে নিজের দুঃখু নিবেদন করবে তাতে আবার কতকগুলি বাঁধা বুলি আওড়বার জন্য মাঝখানে একজনকে দাঁড় করবার দরকার কি? মা বাবা থাকেন কৈলাশে, দীনের ঠাকুর দীননাথ থাকেন বৈকুণ্ঠে। আমাদের পূজা সেইখানে গিয়ে পৌঁছায়-দুবায়গার এক যায়গায়ও তো জাতের বিচার নাই—যে নন্দী ভৃঙ্গি শূল নিয়ে তাড়া করবে কি জয় বিজয় বেত মেরে বিদায় করবে।

অশ্ব। আচ্ছা, মন্দিরে যখন দেবীমূর্ত্তি আছে তখন নিশ্চয় তাঁর পাদোদকও তো আছে।

হির। তাতো আছে। কিন্তু এতো আর তোমাদের বামুনের পূজো করা দেবী নয়। এ যে বেদের মা। চাঁড়ালের ঘরে এসে চাঁড়ালের ছোঁয়া খেয়ে মারও যে জাত গিয়েছে। তাঁর পাদোদক জল তুমি কেমন করে খাবে ঠাকুর? না না, একেতো রাজার বিষ নজরে পড়েছি, তার উপর তোমার আবার জাত মেরে তোমার বাবার শাপমন্যি কুড়োতে পারব না। তার চেয়ে চল আমি তোমায় ঝরণার ধারে নিয়ে যাচ্ছি সেইখানে আঁজলা পুরে জল খেয়ো আর নূতন কলসী দিচ্ছি, জল নিয়ে এসো—যেন আবার দরকার পড়লে ছুটেতে না হয়। হ্যাঁ। একটি

কথা কিন্তু বুঝতে পচ্ছি না। আমাদের ছোঁয়া ঝর্ণার জল খাবে তো?

অশ্ব। খাব, খাব, তুমি চল। (স্বগত) তাইতো! কিরাতের ঘরে এসে মা ভবানীরও কি জাত গিয়েছে। জাতের গণ্ডীর বুনিয়াদ কি এতই পাকা?

(উভয়ের প্রস্থান)

(চিত্রার প্রবেশ)

চিত্রা। গীত

আজি বাদলে আজি বাদলে
নাচে ময়ূরী ডাকে দাদুরী আপন ভোলা দলে দলে।
হোথা জলভরা মেঘ বিজলী হানিয়া হাসিছে ঝলকে ঝলকে,
গুরু গুরু গুরু বাজায় ডমরু পুলকে পলকে পলকে,
হেথা বিরহিনী কমলিনী ভাসিছে নয়ন জলে।
হারায়েছে ওগো বঁধুয়া কাহার আজি এ আঁধার রাতে
বুক ভেঙ্গে যায় দারুণ ব্যথায়—নিদ নাহি আঁখি পাতে—
ভুলে যাও, তারে ভুলে যাও সখী ভুলোনা আশার ছলে।
করমের লেখা আছে কি উপায়—মরম যদি গো জ্বলে?

—:*:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বন দিবাভাগ।

(ব্যাধ বালকগণের প্রবেশ)

ব্যা-বা-গণ। গীত

আমরা নেহাৎ ছোট অজাতের মেয়ে
ছায়াটী ছুঁলে মোদের ঘর ঢুকো নেয়ে।
পঞ্চবটী বনের মাঝে গণ্ডী দেওয়া ঘরে
ছিলেন সীতা নিরাপদে, কিন্তু যখন পরে
ভুলের বশে বাহিরে এলেন, ধর্লে রাবন রাজা
কতই দুঃখ দিলে তাঁরে দিলে কতই সাজা।
বলি তাই গণ্ডী কেটোনা
খিল এঁটে সব ঘরে থাক বাইরে ছুটো না
(মোদের) লাগলে হাওয়া জল বিছুটী জ্বালায় যাবে ছেয়ে
সামলে চলো ও বড়রা নিজের ভাল চেয়ে।

(দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। এ অতি আশ্চর্য্য। বনের মধ্যে কিরাতদের ঘর বাড়ী সব আছে কিন্তু তারা যে কোথায় লুকিয়ে আছে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অশ্বত্থামা এবং সেই ব্রাহ্মণকে যে কোথায় আবদ্ধ করে রেখেছে তারও কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এখন উপায় কি ?

দুর্য্যোধন। আমার ইচ্ছা বনে আগুন ধরিয়ে দিই, তা হলেই কিরাতদের পাওয়া যাবে। তাদের পেলেই অশ্বত্থামা এবং সেই ব্রাহ্মণেরও সন্ধান পাওয়া যাবে।

অর্জ্জুন। তা হয় তো যাবে, কিন্তু তখন তাদের সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করবার কোন উপায় থাকবে না।

দ্রোণ। বিশেষ এই বনের অপর প্রান্তে তপস্বীদের আশ্রম। অগ্নি যদি তাঁদের আশ্রম স্পর্শ করে তা হলে তাঁদের অভিশাপে একদিনে ভারতবংশ নির্ম্মূল হয়ে যাবে। বৎস দুর্য্যোধন, তুমি স্থির হও—ধৈর্য্য হারিও না।

অর্জ্জুন। আমাদের একশ তিন ভাই সৈন্যসামন্ত নিয়ে বনে বনে তাদের সন্ধান কর্চ্ছে। চলুন গুরুদেব আমরাও যাই।

দ্রোণ। একটু ভাবতে দাও, একটু ভাবতে দাও অর্জ্জুন। অধীরতায় কার্য্য সিদ্ধ হয় না।

(ভানুমতীর প্রবেশ)

ভানু। তোমরা বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছ না?

দুর্য্যোধন। এই যে এক কিরাতিনী। কিরাতিনী! যদি প্রাণের মায়া থাকে শীঘ্র বল্ অশ্বত্থামা এবং সেই ব্রাহ্মণকে কোথায় রেখেছিস? তোদের লোকজনই বা সব কোথায় বল, নইলে এই অমোঘ বান এখুনি তোর বক্ষ ভেদ করবে।

দ্রোণ। ছিঃ দুর্য্যোধন, কি কর?

অর্জ্জুন। ভাই, এ যে নারী। নারীর সঙ্গে আমাদের কিসের বিবাদ?

ভানু। রাজপুত্র, তোমাদের সামনে যখন এসে দাঁড়িয়েছি তখন কি ভেবেছ প্রাণের মায়া রেখে এসেছি? তোমরা বড়, আমরা ছোট,—ভেবেছ কি তোমাদের আমরা চিনি না।

দ্রোণ। ভানুমতী, অশ্বত্থামা কোথায়—?

ভানু। নিশ্চিন্ত হও—সে কুশলে আছে। আমি নিজে তার রক্ষণা-বেক্ষণের ভার নিয়েছি। তাই আমি তোমায় বলতে এসেছিলেম। তোমার ছেলে—আমার ঘরে তার যতখানি যত্ন হওয়া উচিত তা হবে।

দ্রোণ। আর সেই ব্রাহ্মণ?

ভানু। সেও নিরাপদে আছে।

দুর্য্যো। তাদের এখুনি ফিরিয়ে দাও। আমরা তাদের চাই।

ভানু। আগে তোমরা স্বীকার কর যে তোমরা আর খামখা আমাদের উপর জুলুম করবে না, আমরা এখুনি তাদের ফিরিয়ে দিচ্ছি।

দুর্য্যো। যদি স্বীকার না করি?

ভানু। তা হলে আমরা তাদের ফিরিয়ে দেব না। তোমরা পার তাদের খুঁজে নাও।

দুর্য্যো। তবে রে পাপিষ্ঠা—(অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইল, অর্জ্জুন তাহার হাত ধরিয়া বাধা দিল)

দ্রোণ। দুর্য্যোধন! দুর্য্যোধন! তুমি একে জান না তাই ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছ। আমার নিষেধ তোমরা কেউ এর কেশাগ্রও স্পর্শ কর্ত্তে পারবে না। এ নারী হলেও যুদ্ধবিদ্যায় অপটু নয়,—তথাপি নিরস্ত্র হয়ে আমাদের সম্মুখে এসেছে। আমি বুঝতে পার্চ্ছি না তুমি কেমন করে এর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত কর্ত্তে উদ্যত হচ্ছ। মনে

রেখো এরা বর্ব্বর নিষাদ—এদের প্রতিহিংসা হৃতশাবক বাঘিনীর চেয়েও ভয়ানক। যদি এর গায়ে কাঁটার আঁচড়টী লাগে তবে সেই মুহূর্ত্তে অশ্বথামা এবং সেই ব্রাহ্মণের প্রাণ যাবে,—এর স্বামীও বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না.—ফল তার যাই হোক। যদি তাদের উদ্ধার কর্ত্তে চাও তবে শান্ত ভাবে সন্ধির কথা কও।

দুর্য্যোধন। আপনি কি বলছেন গুরুদেব? এক সামান্যা কিরাতিনীর সঙ্গে সন্ধির কথা কইব আমি,—মহারাজাধিরাজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র।

ভানু। বেশ না কও নাই কইবে। এখন আমার দু একটা সোজা কথার উত্তর দাও দেখি। তোমরা আমাদের সঙ্গে এত লাগছ কেন? আমরা বনে থাকি, তোমাদেরই প্রজা। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে ডাকলে আমরা ছুটে গিয়ে তোমাদের জন্য প্রাণ দিই। নেহাৎ গরীব আমরা, আমাদের উপর এ জুলুম কেন?

দুর্য্যো। সমস্ত ভূমির অধিকারী রাজা। তিনি যে কোন ভূমি যাকে ইচ্ছা দান কর্ত্তে পারেন এতে অত্যাচার হয় না। বিশেষ অনার্য্য বর্ব্বরদের উচ্ছেদ সাধন করে ব্রাহ্মণের বসতি স্থাপন করা বিধি সঙ্গত। এতে কোন পাপ হয় না।

ভানু। সমস্ত ভূমির অধিকারী রাজা? আর প্রজা—যে বন কেটে চাষের জমি বার করে ফসলের জন্য দিনরাত মুখে রক্ত উঠিয়ে খেটে মাটীকে সোনা করে তোলে, যেখানে জল নেই সেখানে জল নিয়ে আসে, যেখানে ফল নেই সেখানে বাগান তৈরি করে,—সে কেউ নয়? রাজার একটী মুখের কথায় তার খাটুনীর সমস্ত ফল আর একজনের পায়ে ডালি দিয়ে তাকে নির্ব্বিবাদে চলে যেতে হবে?

একটী মুখের কথাও সে কইতে পাবে না? এই কি বিধি? এই কি বিচার?

দুর্য্যো। অবশ্য।

ভানু। ভাল জিজ্ঞাসা করি, এ অধিকার রাজা পান কোথায়? কে তাঁকে এ অধিকার দেন? এই অধিকার নিয়েই কি তিনি ভুমিষ্ঠ হন?

দুর্য্যো। এ তাঁর বিধিদত্ত অধিকার। এতে হস্তক্ষেপ করবার শক্তি কারু নাই।

ভানু। ভুল রাজকুমার, ভুল তোমার। বিধাতা কখনো অন্যায় করেন না, রাজারও রাজ্য যায়, ভিখারীও রাজা হয়। সে তার কর্ম্মফল। অবিচার অত্যাচার যে করে সে রাজা হলেও বিধাতা কখনো তার সহায় হন না। তিনি তোমারও যেমন আমারও ঠিক তেমনি। তাঁর কাছে জাতিভেদ নাই। প্রজা সুখে থাকবে বলেই রাজার দরকার। তা যদি না হ'ত তবে রাজা বলে কোন জীবকে তিনি সৃষ্টি কর্ত্তেন না। একজনের হাতে রাজদণ্ড তুলে দিয়ে আবার তা কেড়ে নিতেন না। যাক সে কথা। ব্রাহ্মণ, তোমার কাছে আমার একটী ভিক্ষা আছে। তোমরা যদিও আমাদের সাজা দিতে এসেছ তবু তোমরা আমাদের অতিথি। আমরা অনেক বনের ফল সংগ্রহ করে রেখেছি। যদি আমরা কিছু ফল তোমাদের পাঠিয়ে দিই তোমরা নেবে কি?

দ্রোণ। অবশ্য নেব। তুমি আমাদের ছাউনীতে পাঠিয়ে দাও।

ভানু। যারা ফলের ঝুড়ি বয়ে নিয়ে যাবে তারা নিরাপদে বেরুতে পারবে তো।

দ্রোণ। নিশ্চয়। আমি কথা দিচ্ছি।

দুর্য্যো। যদি আমরা তাদের পেছু নি?

ভানু। পারবে না। বনের ভেতর তারা অনায়াসে তোমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালাবে। আমি তা হলে চল্লুম। যদি এর পর আমাদের সঙ্গে সন্ধির কথা কইবার তোমাদের ইচ্ছা হয়, কি আর কোন দরকার হয়—এইখানে এসে তিন বার শাঁখে ফুঁ দিও, আমার দেখা পাবে।

(প্রস্থান)

অর্জ্জুন। গুরুদেব! এ নারী কে?

দ্রোণ। সময়ান্তরে বলব। এখন শিবিরে চল, দেখি তোমাদের একশ তিন ভাই যারা অনুসন্ধানে বেরিয়ে ছিল তারা কেউ কোন সংবাদ নিয়ে ফির্ল কি না।

(প্রস্থানোদ্যোগ—ব্যস্তভাবে জনৈক অনুচরের প্রবেশ)

অনুচর। রাজকুমার! আচার্য্যদেব, বড় আশ্চর্য্য ঘটনা। আমাদের একটী শিকারী কুকুর বনের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। বহুক্ষণ সন্ধ্যানের পর যখন তাকে খুঁজে পেলেম, দেখি তার মুখে একযোগে সাতটী শর বিদ্ধ হয়ে তার বাক্‌রোধ করে দিয়েছে অথচ তার অঙ্গের অন্য কোন স্থানে আঘাতের চিহ্ন নাই। এরূপ শরবেধ আমরা কখনো দেখিনি, কেউ যে দেখেছে তাও কখনো শুনিনি।

দ্রোণ। তুমি কি বলছ সৈনিক! এও কি সম্ভব? চলতো দেখি।

দুর্য্যো! গুরুদেব! থাক কুক্কুর এখন। আগে চলুন অশ্বত্থামার সন্ধান করি।

দ্রোণ। না, না দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামার চেয়েও প্রিয় আমার ধনুর্ব্বেদ। আমি দেখতে চাই কে তার অপমান করে, তার বিধি নিষেধকে অবহেলা করে। কে সে, কোথা হতে, কেমন করে, এ বিদ্যা আয়ত্ব কর্লে। চল, দুর্য্যোধন, এসো অর্জ্জুন আমার একমুহূর্ত্ত বিলম্ব অসহ্য বোধ হচ্ছে। অগ্রসর হও সৈনিক, পথ দেখাও।

(সকলের প্রস্থান)

(হর্ষণ ও জয়ার প্রবেশ)

গীত

হর্ষণ।　বেদিনী লো! ওরা ফুট্ ফুটে সব বড় লোক বলে
ওদের পানে নয়না হানিস্, আমার যে তাই গা জ্বলে।
জয়া।　তোর মনটা ভারি কু,
তাই সিংটী নেড়ে আসিস তেড়ে মার্ত্তে চাসরে চুঁ—
তুই আপন দোষে জ্বলে মরিস বেগুণে তেলে।
হর্ষণ।　তুই যে বাস্ত ঘুঘু—ঘু ঘু ঘু,
আমি ভাল মানুষ করি নাক টুঁ।
তাই বলে ভাবিস্ নাক উড়ে যাবি—আমার কাছে চাল চেলে।
জয়া।　আমি কর্চ্ছি মানা, যেসিসনে আর আমার কাছে রে
হর্ষণ।　আমি কর্চ্ছি মানা! ছুটিসনে আর আমার কাছেরে!
উভয়ে।　আমি তোর কপালে তেঁতুল গুলে আপন পথে যাই চলে।
যাই চলে যাই চলে যাই চলে।

জয়া। ওরে শোন্ শোন্—

হর্ষণ। পেছু ডাকলি তো! ইচ্ছেটা আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে মরি কেমন?

জয়া। ওরে শোন্ না, ভারি একটা কাজের কথা আছে।

হর্ষণ। কি বল্।

জয়া। (ঠোনা মারিল)—এই নে।

(প্রস্থান)

হর্ষণ। আচ্ছা আমারও নাম হর্ষণ
করব কেশাকর্ষণ
করিয়ে দেব সর্ষে ফুল দর্শন।

(প্রস্থান)

(দ্রোণ দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুনের পুনঃ প্রবেশ)

দ্রোণ। বৃথা তোমার অভিমান অর্জ্জুন। তুমি সাধনার বলে বিদ্যা গ্রহণ করবার যে শক্তি অর্জ্জন করেছ তা আর কেউ পারেনি। তুমিই আমার শ্রেষ্ঠ শিষ্য। তোমাপেক্ষা অধিক বিদ্যা আমি আর কাউকে প্রদান করিনি, কেউ আমার কাছ থেকে নিতে পারে নি।

(দুর্য্যোধন মুখ ফিরাইল)

কিন্তু প্রহেলিকার অর্থ আমি বুঝতে পার্চ্ছি না। ত্রেতা যুগের বিস্মৃত দ্বাপরে নিষিদ্ধ ধনুর্ব্বেদের এই অংশ কে কোথা হতে কেমন করে আয়ত্ব কলে। গুরুদেব সমগ্র ধনুর্ব্বেদ আমায় দান করবার সময় বলেছিলেন পৃথিবীতে এ বিদ্যা আর কেউ জানে না। তাঁর বাক্য অভ্রান্ত। আমায় দেখতে হবে কে তার অন্যথা করেছে। এসো দুর্য্যোধন। এসো অর্জ্জুন, আমার গুরুর মান রক্ষা কর, আমার মান রক্ষা কর।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

একলব্যের তপোবন।

[দ্রোণাচার্য্যের দারুমূর্ত্তির পাদমূলে একলব্য ধনুকে শরসংযোগ করিয়া দূর লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নতজানু হইয়া বসিয়া আছে। আশে পাশে অবিদ্যাগণ তাহার তপোভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতেছে।]

গীত

অবিদ্যাগণ।

বঁধুয়া এত কি নিঠুর তব হিয়া !—
রূপের বিজলী ছটা পশে না মরমে গো
ও আঁখির দুয়ার দিয়া !
নিটোল এ যৌবন ঢল ঢল উছলিত
ধরিয়া রাখিতে বঁধু নারি যে,
অধর মদিরা মাখা সুধার সায়র বঁধু
পথ চেয়ে রয়েছে তোমারি যে,—
গাঁথি আশা ভালবাসা মালাটী এনেছি গো
তোমা লাগি পরাণ পিয়া !
রাতের স্বপন বঁধু প্রভাতে মিলায়ে যাবে,
রবে শুধু স্মৃতির পরশ—
আজিকার ফোটাফুল কালিকে ঝরিয়া যাবে,
রবে শুধু সুবাস হরষ।—
আজি লুঠে নাও বঁধু মিলনের যত মধু,
মোরা ফিরি রিক্ত হইয়া।
যত ব্যথা যত কাঁটা আমাদের দিয়া বঁধু
তুমি যাও সুখ টুকু নিয়া।

এক। কে তোমরা কেন আস বার বার ?
কি চাহ এখানে ?
তপস্থায় বাধা কেন দাও ?

১মা। আমরা টাটকা ফোটা ফুল এসেছি ভাংতে তোমার ভুল
স্থখের শয্যা ছেড়ে কেন দুখ পেতে ব্যাকুল ?

২য়। তীরধনুক আর লক্ষ্যভেদ কি ফল হবে বল ?
তপস্থার এ দারুণ দুঃখে স্থখের দিন যে গেল।

৩য়। তাই তো বলি—

সকলে। গীত

আজি লুঠে নাও বঁধু মিলনের যত মধু
মোরা ফিরি রিক্ত হইয়া
যত ব্যথা যত কাঁটা আমাদের দিয়া বঁধু তুমি যাও স্থখ টুকু নিয়া—

এক। বুঝেছি, তোমরা অবিদ্যা—আমার তপোভঙ্গ কর্ত্তে এসেছ। দূর হও, এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে দূর হও। নইলে এই বাণাঘাতে তোমাদের পুড়িয়ে ছাই করে দেব,—সংসারের একটা অশান্তি দূর হবে।

১ম অবিদ্যা। না না, আমরা যাই, তোমায় বিরক্ত করব না আমরা যাই।

অন্যান্য অবিদ্যাগণ। আমরা যাই, আমরা যাই।

(অবিদ্যাগণের প্রস্থান)

এক। এসো গুরুদেব! এই দারুমূর্ত্তিতে প্রাণরূপে প্রবেশ লাভ করে আমায় বিদ্যা দান কর—এই ব্রহ্মশির অস্ত্রের স্থাপন মরণ সংহরণ

মন্ত্র শিক্ষা দাও। তোমার শিষ্য আমি—আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার মান রাখতে পারি।

(দ্রোণাচার্য্য, দুর্য্যোধন, অর্জ্জুন ও সেনানীর প্রবেশ)

দ্রোণ। বৎস! কে তুমি এই বিজন বনে বসে ধনুর্ব্বেদের সাধনা কর্চ্ছ? তোমার নাম কি? কার পুত্র তুমি? কার কাছে তোমার শিক্ষা?

এক। আমি নিষাদকুলপতি হিরণ্যধনুর পুত্র—আমার নাম একলব্য। আমি দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য, তিনিই আমায় ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়েছেন, এখনও দিচ্ছেন।

অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন। গুরুদেব!

দ্রোণ। চুপ্ কর। তুমি দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য? সত্য বলছ?

এক। মিথ্যা বলব কেন? কিন্তু আমার কথা কহিবার সময় নাই। তোমরা যাও এখান থেকে, আমার সাধনায় বাধা দিও না।

দ্রোণ। বৎস! আমরা তোমার সাধনায় বাধা দেব না, বরং সহায়ক হব। আচ্ছা বল দেখি সে কি নিজে এসে তোমায় শিক্ষা দিয়ে যায়?

এক। হ্যাঁ আমার আহ্বানে তিনি এই দারুমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়ে আমায় বিদ্যা দান করেন। দিবাভাগে তিনি প্রায় আসেন না গভীর রাত্রিতে যখন সমস্ত সংসার ঘুমিয়ে থাকে তখন তিনি আসেন। এই ভো সকাল থেকে আমি তাঁকে আহ্বান কর্চ্ছি, কিছুতেই তাঁর দয়া হচ্ছে না। কিন্তু রাত্রিতে ডাকবামাত্র আসেন।

(দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন পরস্পরের মুখ চাহিল)

দ্রোণ। হুঁ। তুমি যে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এক কুকুরের মুখে শব্দভেদী সপ্তশর নিক্ষেপ করেছিলে, তাও কি দ্রোণাচার্য্যের নিকট পেয়েছ ?

এক। তা নইলে আর কোথায় পাব? কুকুর চিৎকার করে আমার সাধনার ব্যাঘাত কর্চ্ছিল, তাই আমি তার বাক্‌রোধ করে দিয়েছি।

দ্রোণ। দ্রোণ আর আচার্য্য নয়, ব্রাহ্মণ নয় গুরুর অবমাননাকারী পাতকী পিশাচ। বৎস, তুমি আর তাকে গুরু বলে পূজা করো না— আজ হতে ওই দারুমূর্ত্তি—

এক। সাবধান! সাবধান! আমি তাঁর শিষ্য—ক্ষত্রিয় শিষ্য নই— চণ্ডাল শিষ্য। আমার সম্মুখে তাঁকে কটূক্তি কর্লে আমি এই মুহূর্ত্তে তোমার রসনা দ্বিখণ্ডিত করব। একি! একি! আমি কি জেগে আছি না ঘুমিয়ে আছি? গুরুদেব! সত্য আপনি এসেছেন, না আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছি? স্বপ্ন হোক, সত্য হোক, আজ আমার পুনর্জ্জন্ম। যে দিন আপনার চরণাশ্রয়ে বঞ্চিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছিলাম, সেদিন মা আমায় দীক্ষা দিয়ে বলেছিলেন, যেদিন এইখানে বসে তুই গুরুর পদধূলি পাবি, সেই দিন তোর চণ্ডালত্ব মোচন হবে, তোর পুনর্জ্জন্ম হবে। সেদিন আর দেবতা, ব্রাহ্মণ, রাজা কেউ তোকে চণ্ডাল বলে ঘৃণা করবে না। আজ সেদিন এসেছে গুরুদেব! চণ্ডালত্বের গ্লানি আমার ভেতর বার আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দিন আমায় পদধূলি দিন, আমি মুক্ত হই।

মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরুঃ
মদাত্মা সর্ব্বভুতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

অর্জ্জুন। চণ্ডাল সংস্কৃত বাক্য উচ্চারণ করে—এ কি আশ্চর্য্য !

দ্রোণ। কিছু আশ্চর্য্য নয় বৎস। সাধনায় সব হয়। এর সাধনায় ওই মন্ত্র দিবানিশি জপ করে দেবদুর্লভ শক্তি সঞ্চয় করেছে। এই বালক বিদ্যার্থী হয়ে আমার দ্বারে গিয়েছিল। চণ্ডাল বলে আমি বিদ্যা দান করি নি। সেইদিন হতে প্রতি স্বপ্নে আমায় আকর্ষণ করে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার নিকট হতে বিদ্যা গ্রহণ করেছে, নিজের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করেছে, আমার দম্ভ চূর্ণ করেছে, আমায় উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে।

বৎস ! তোমার চণ্ডালত্ব মোচন হয়েছে কিন্তু আমি চণ্ডাল হয়েছি। আমি গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করেছি, তাঁর অবমাননা করেছি।

এক। কিসে প্রভু ?

দ্রোণ। তাঁর আদেশ ছিল ত্রেতাযুগের শব্দভেদীবাণ—দ্বাপরে কেউ প্রয়োগ করবে না। আমি তা কাউকে শিক্ষা দেব না। কিন্তু আমি ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তোমাকে তা শিক্ষা দিয়েছি এবং তুমি তা প্রয়োগ করেছ।

এক। গুরুদেব ! আমি জানতেম না যে ও বানের ব্যবহারে আপনার গুরুর নিষেধ আছে। জানলে কখনো আমি তা গ্রহণ কর্ত্তেম না। কিন্তু গুরুদেব ! আমি যা করেছি তার জন্য পাপভাগী আমিই তো হব। আপনার এতে কি দোষ ?

দ্রোণ। দোষ এই যে গুরুর আদেশ অনুসারে আমি তোমায় দণ্ড বিধান করে তাঁর অবমাননার প্রতিশোধ নিতে বাধ্য। কিন্তু তা আমি পারব না। পুত্রতুল্য শিষ্য তুমি আমার, অর্জ্জুনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ

শিষ্য, তুমি আমার মুখোজ্জ্বলকারী—সধনার অপূর্ব্ব নিদর্শন দেখিয়ে আমায় মুগ্ধ করেছ। স্নেহে আমার হৃদয় ভরে উঠেছে। আমার ইচ্ছা হচ্ছে তোমায় বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করি। তোমায় দণ্ড দেওয়া আমার সাধ্যাতীত।

এক। না, না গুরুদেব। আমার জন্য আমি আপনাকে পাপ-ভাগী হতে দেব না। আদেশ করুণ কি দণ্ড আমি গ্রহণ করব। আমি এই মুহূর্ত্তে আপনার আদেশ পালন কচ্ছি। সেদণ্ড যতই কঠিন হোক আমি হাসি মুখে তা গ্রহণ করব। আপনি আমার গুরু। আমি আপনার চণ্ডাল শিষ্য হলেও এত অধঃপতিত নই যে আপনার নিকট হতে বিদ্যা গ্রহণ করে তার বিনিময়ে আপনাকে দেব এমন গুরুদক্ষিণা—যা চির-দিনের মত আপনাকে কলঙ্কিত করে রাখবে।

দ্রোণ। প্রাণাধিক প্রিয় শিষ্য আমার! আমায় পাপমুক্ত কর্ত্তে চাও যদি তবে তোমায় দিতে হবে এমন কিছু যার তুলনায় তুমি নিজের প্রাণকেও তুচ্ছ জ্ঞান কর। পারবে দিতে?

এক। অবশ্য পারব গুরুদেব। আমি যে বড় মুখ করে মাকে বলেছি, আমি প্রমাণ করব, আমি আপনার যোগ্য শিষ্য। আপনি চান এমন কিছু যার তুলনায় আমি প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করি। আমি দেব আপনাকে এমন কিছু যার বিনিময়ে আমি চতুবর্গকেও তুচ্ছ জ্ঞান করি। নিন গুরুদেব আমার এই ধনুর্ব্বাণ, আমার শিক্ষা দীক্ষা সাধনা যা আপনার পায়ের তলায় বসে আমি পেয়েছি, আর তার নিদর্শন (অর্জ্জুনের কোষ হইতে তরবারি টানিয়া লইয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া দিল) আমার এই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ যেন আমি জীবনে আর কখনো বাণক্ষেপ কর্ত্তে না

পারি। আমার এই শাস্তিতে আপনার পাপ মোচন হোক গুরুদেব, আপনার গুরুর মান রক্ষা হোক।

দ্রোণ। একলব্য ! একলব্য ! কে বলে তুমি চণ্ডাল ? তুমি আমার চেয়ে অনেক বড়। আমি তোমাকে নাগাল পাই নাই। তুমি নরশ্রেষ্ঠ—তুমি দেবতা। তোমার এই গুরুভক্তিই তোমাকে সকলের উর্দ্ধে স্থান দিয়েছে। আজ হতে আমার আদেশ সমগ্র ক্ষত্রিয় সমাজ তোমার নামে শির নত করবে, ব্রাহ্মণ সম্ভ্রমে তোমার নাম উচ্চারণ করবে। যে তোমার অমর্যাদা করবে আমার একশত পঞ্চশিষ্য তাকে শাসিত করবে ; সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর ভারতবংশ তার শত্রু হবে। কাব্যে, পুরাণে, ইতিহাসে তুমি অমর হয়ে থাকবে। যতদিন পৃথিবীতে গুরুশিষ্য সম্বন্ধ থাকবে ততদিন তোমার নাম লুপ্ত হবে না।

দুর্য্যো। তাই হবে গুরুদেব তাই হবে। আমরা ভারতবংশের কুমার, রাজপ্রতিনিধি—আপনারি আদেশ মাথা পেতে নিলেম। একলব্য ! তোমার মত সতীর্থ পেয়ে আমরা গৌরব অনুভব কর্চ্ছি। আজ হতে তোমরা সগোষ্ঠি নির্ব্বিবাদে এইবনে বাস কর, কেউ তোমাদের শান্তি ভঙ্গ করবে না। আমি রাজার নামে তোমাদের বাক্যদান কর্চ্ছি।

অর্জ্জুন। ভাই আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার মত গুরুভক্তি লাভ করি।

(ভানুমতীর প্রবেশ)

ভানু। ঠাকুর তোমার পিতা বলেছিলেন, আমার গর্ভে অমর পুত্র জন্ম লাভ করবে। তাই আমি ভরসা করে পুত্রকে অমর হবার

আশীর্ব্বাদ করেছিলেম। আজ তোমার দয়ায় আমার কথা সত্য হল। তুমি বয়সে ছোট হলেও ব্রাহ্মণ। আমায় আশীর্ব্বাদ কর।

(প্রনাম করণ)

দ্রোণ। চিরায়ুষ্মতী হও বোন।

ভানু। রাজকুমার, তোমরা যেমন বড় তেম্নি আজ বড় মনেরই পরিচয় দিলে। তোমরা বড়ই আছ বড়ই থাক আম্রা ছোট আছি ছোটই থাকি কিন্তু তাই বলে ছোটর প্রতি বড়দের যা কর্ত্তব্য তা যেন কখনো ভুলে যেও না। মনে রেখো ছোট আছে তাই বড়র আদর, নইলে কেউ কাউকে বড় বলে মানত না।

দুর্য্যো। মা আমাকে লজ্জা দিও না।

ভানু। একা! সংসারে যখন যা ভাল জিনিস পেয়েছি ভালবেসে তোকে দিয়েছি। আজও একটী বস্তু তোকে দিচ্ছি। এর চেয়ে ভাল কখনো কিছু তোকে দিই নি। দেবও না। কেউ কখনো দিতেও পারবে না। এই নে। (চিত্রার হাত একলব্যের হাতে তুলিয়া দিল)

সকলে। সাধু! সাধু!

এক। (প্রণাম করিয়া) মা আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার দানের মান রাখতে পারি।

(হিরণ্যধনু, চিত্রা, হর্ষণ, জয়া, অশ্বত্থামা, বিবাহের বেশে বিদ্যাবিপর্য্যয় এক বৃদ্ধা বেদিনীর সহিত গাঁট ছড়া বাঁধা ও অন্যান্য নরনারীগণের প্রবেশ)

হিরণ্য। ঠাকুর। এই নাও তোমার ছেলে। আর সেই বামুন—

বিদ্যা। আর বামুন নই। ছাঁচি কুমড়োর মত মুক্তো আর শালের খুঁটীর মত গজদন্তই আমার সর্ব্বনাশ করেছে। এই বেদিনী আমার জাত মেরে দিয়ে ন্যাজে বেঁধে নিয়েছে—আর ছাড়াবার উপায় নাই। রাম নাম সত্য হ্যায়—রাম নাম সত্য হ্যায়।

দ্রোণ। অশ্বত্থামা, তুমি বহুবার আমাকে প্রশ্ন করেছ, কে আমার সেই প্রিয় শিষ্য যাকে আমি প্রতি দিন স্বপনের ঘোরে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা দিই। এই তার উত্তর।

অশ্ব। আমি সব শুনেছি পিতা। আমি এঁকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করি।

হির। ঠাকুর আপনার দয়ার সীমা নাই। আপনারা রাজকুমার, রাজার মতই মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়েছেন। তাই ভরসা করে একটা প্রার্থনা জানাচ্ছি—আমাদের লোকজনেরা সব ক্ষেপে উঠেছে যে আজ সকলে মিলে আপনাদের নিয়ে আনন্দ করবে, যদি আপনাদের দয়া হয়।

দ্রোণ। অবশ্য, অবশ্য।

হির। তাহলে সকলে আমাদের ঘরে চলুন।

(হর্ষণ ও জয়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

হর্ষণ। ওরে! ওরে!

জয়া। যাঃ! তোর সঙ্গে আড়ি।

হর্ষণ। ওরে শোন্ শোন্—রাগ করিস নি। আচ্ছা প্রাণটা কেন খামখা তুড়ি লাফ খাচ্ছে বল তো!

জয়া। শুধু তুড়িলাফই খাচ্ছে কিছু বলচে না?

হর্ষণ। বলছে বই কি। কি বলছে জানিস ?—

হর্ষণ ও জয়া। গীত

হর্ষণ। তা ধিন্ তা ধিন ধিন্ তা ধি নি কি ধি নি কি তাক্
জয়া। আমরা দুয়ে মিলে একটি হলুম রইল না আর ফাঁক
হর্ষণ। বুকের ভিতর প্রেমের পাথায় বাধা মানে না
জয়া। লহর তুলে ভাসিয়ে নে যায় কথা শোনে না
উভয়ে। ছাড়িস নে প্রাণ কোন মতে আঁকড়ে ধরে থাক
কা কা কা, কু কু কু ডাকুক কোকিল কাক ॥

দ্রোণাচার্য্য, দুর্য্যোধন, অর্জ্জুন প্রভৃতিকে লইয়া হিরণ্যধনু, ভানুমতী, একলব্য, চিত্রা, বিদ্যবিপর্য্যয় ও নিষাদ নরনারীগণের প্রবেশ।

নিষাদ তরুণ তরুণীগণ গীত

ও কোয়েলা বৌ—কুহু কুহু তোল্ তান
গুন্ গুন্ গুন্ ও ভোমরা তোল্ রে তোর গান
আজকে মোদের এসেছে রাজ অতিথি
ধন্য হোক চরণ ধূলায় আমাদের এ বন বিথি
বাজারে ভাই বাজা মাদল আহ্লাদে যে নাচে প্রাণ
(আজ) আঁধার গেল ফর্সা হল—এলো আলো রাজার দান।

যবনিকা পতন।